আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার বিংশ গ্রন্থ

হালদার বাড়ী

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

আশ্বিন, ১৩২৪

PUBLISHED BY
GURUDAS CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, Cornwallis street, Calcutta.

PRINTED BY
RADHASYAM DAS
AT THE VICTORIA PRESS.
2, Goabagan Street. Calcutta.

উপহার

হালদার বাড়ী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি সুনিদ্রার পর প্রত্যুষে জাগিয়া বিলাস-বতী শয্যাতেই শয়ান থাকিয়া স্বামী নিতাইচরণকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঘুমুচ্ছ নাকি?"

"না।"

"আজ আমার যাবার যোগাড় ক'রে দাও।"

"কোথায়?"

"চুলোয়—সকলে মিলে আমার হাড় মাস জালিয়ে তুলেছে।"

ব্যাপারটা যে কি, নিতাইচরণ অবশ্য বুঝিতে পারিল। স্বামী বুঝিল, পত্নী বাটীর কাহারও সহিত কলহ বিবাদ বাধাইয়াছে; সেইজন্যই সে পিত্রালয়ে যাইবার সঙ্কল্প

করিয়াছে। সে চলিয়া যাইতে চাইতেছে, আর যাইবেও ; কিন্তু বিবাদটা যে কাহার সঙ্গে এবং কেনই বা সে বিবাদ হইল, কবে হইয়াছে, তাহা নিতাইচরণ বুঝিতে পারিল না। কারণ, নিতাইচরণ বিদেশ হইতে সবেমাত্র বিগত রাত্রে বাটী আসিয়া পৌছিয়াছে। গভীর রাত্রে বাটী আসিয়া নিতাইচরণ আহারাদি করিয়াই শয়ন করিয়াছিল। স্বামী স্ত্রীতে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তাই হয় নাই। নিদ্রাতুরা বিলাসবতীর সে সময়ে স্বামীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসারও অবসর ছিল না। রাত্রি প্রভাত হইতেই পত্নী পতির নিকট "আবদার" করিল—সে পিত্রালয়ে যাইবে। স্থানটা বোধ হয়—"চুলা।"

কথাগুলা নিতাইচরণের আদৌ ভাল লাগিল না। কতদিনের পর বেচারা বাটী আসিয়াছে, কোথায় সে একটু বিশ্রাম সুখ লাভ করিবে, না প্রভাত হইতে না হইতেই স্বামী স্ত্রীতে মুখ বাঁকাবাঁকি !

নিতাইচরণ ব্যথিত হৃদয়ে উপাধানে মুখ লুকাইয়া চুপ্ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। সে স্ত্রীর চরিত্র বিশেষ-

রূপেই জানিত। ভাল মন্দ কোনও কথা বলিতে যাইলেই ব্যাপারটা গুরুতর হইবার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই তাহার চুপ্‌ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?

প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া লোকে কোথায় দেব দেবীকে স্মরণ করে, দিনটা যাহাতে সুদিন হয় তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। বিলাসবতী কিন্তু ঠিক্‌ সেই সময়ে প্রবাস হইতে আগত স্বামীর সহিত তর্ক বিবাদ বাধাইবার উপক্রম করিল। চরিত্র বৈচিত্রেই সংসার!

স্বামী চুপ্‌ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল দেখিয়া, বিলাসবতী অধিকতর ক্রোধপরায়ণা হইল। সে ভাবিল—তাহার স্বামীও তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে, তাহাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাসবতীর ক্রোধের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। নিদারুণ ক্রোধ বশে পত্নী, পতিকে বলিল—"তুমি দেখে শিখ্‌লে নাকি? কথা বলছ্‌না যে?"

নিতাইচরণ তাহাতে কোনও কথা কহিল না।

হস্তদ্বয় দ্বারা বুক চাপিয়া ধরিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া সে পড়িয়া রহিল। পত্নী, স্বামীর গাত্র ঠেলিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল—

"শুনছ ?"

"কি ?"

"এতক্ষণ কাণ দুটো ছিল কোথা' ?"

"যমের বাড়ী—তুমি যা'বার আগেই আমাকে সেখানে যেতে হ'বে।"

বিলাসবতী দেখিল, তাহার স্বামীর আজ রুদ্র মূর্ত্তি। স্বামীর এরূপ মূর্ত্তি ইতঃপূর্ব্বে সে আর কখনও দেখে নাই। বিবাহ হওয়া অবধি এতাবৎকাল পত্নী, পতিকে শিষ্ট শান্ত সুবোধই দেখিয়া আসিয়াছে। পতি কখনও পত্নীর কথার প্রত্যুত্তর পর্য্যন্ত করে নাই। বিলাসবতী নিতাই-চরণকে যাহা বুঝাইয়া দিয়াছে, এতদিন সে তাহাই বুঝিয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ বিলাসবতীর কথার বিরুদ্ধে নিতাইচরণ কোনও কথাই কহে নাই। কোনও কথা কহিতে নিতাইচরণের সাহসে কুলায় নাই।

নিতাইচরণের বয়স প্রায় চল্লিশ—বিলাসবতীর বয়স প্রায় ত্রিশ হইবে। একটু অধিক বয়সেই তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদের বিবাহ হইয়াছে আজ প্রায় ষোল বৎসর। এই ষোল বৎসরের মধ্যে নিতাইচরণ স্ত্রীর সহিত কখনই বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। ষোল বৎসর পরে স্বামীকে এত কথা কহিতে দেখিয়া বিলাসবতী একটু আশ্চর্য্যান্বিতা হইল; একটু ভয়ও যে না পাইল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ভয়ের কোনও লক্ষণ না দেখাইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল—

"আজ যে খুব লম্বা লম্বা কথা শুন্‌ছি।"

"তা'ত শুন্‌বেই। মানুষ চিরদিন কি আর সহ্য করতে পারে? তোমার জন্যই আমি আত্মীয় স্বজনের পর, বন্ধু বান্ধবের কাছে লাঞ্ছিত, কারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। সেই কারণে তোমার সঙ্গেও আমি তর্ক বিতর্ক কর্‌তে পারিনি। এ সংসারে এসে অবধি, তুমি সকলের উপর কি অত্যাচারটা

না করেছ বল দেখি? তোমার জন্য বাবা অসুখী, মা অসুখী, ভাই ব'ন অসুখী, আমি নিজে অসুখী। তোমার জন্য আমার সুখ নাই, শান্তি নাই,—আমার হৃদয় শ্মশান হ'য়ে গেছে। তবু কোনও কথা বলিনি। পরের মেয়ে গলায় করেছি ব'লে সব সহ্য করেছি। তুমি আমার জন্য কি করেছ?"

বিলাসবতী কথঞ্চিৎ শান্তভাবে কহিল—

"আমার যা' ক্ষমতা তাই করেছি, তা'র বেশী আর কর্‌ব কেমন ক'রে?"

নিতাইচরণ সে কথার প্রত্যুত্তরে, উত্তেজিত ভাবে কহিতে লাগিল—

"হাঁ করেছ বটে অনেক। কটু কাটব্য বলেছ, অনন্ত দুঃখ দিয়েছ। আর কেউ হলে পাগল হ'য়ে যেত, আত্মঘাতী হ'ত, খুন ক'রে ফাঁসী যেত। বড় ঘরে জন্মেছি ব'লে সেটা কর্‌তে পারিনি। বিবাহিতা স্ত্রী ব'লে তোমায় আমি ত্যাগ কর্‌তে পারিনি। তুমি তাই এতটা বাড়াবাড়ি কর্‌তে সাহস করেছ। বিদেশ থেকে

এসেও আমি একটু সুখ শান্তি বিশ্রামের আশা কর্‌তে পারি না। বটে! আচ্ছা, এইবার তা'র পথ কর্‌ছি।"

নিতাইচরণের মূর্ত্তি তখন ভয়ঙ্কর। তাহা দেখিয়া বিলাসবতী বিলক্ষণ ভয় পাইল। সে একবার ভাবিল, স্বামীর চরণ ধরিয়া সে তাহার ক্রোধানল শীতল করে। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মাভিমান আসিয়া বিলাসবতীর সমস্ত হৃদয়টা অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন সে আর স্বামীর নিকট হীনতা, দীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। চিরটা কাল সে যাহা করিয়া আসিয়াছে, এখনও সে তাহাই করিয়া বসিল। বেদনা কাতর স্বামীর সম্মুখে পত্নী বাঘিনী কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—

"অত ঝঙ্কারে দরকার কি? আমি কু, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও—বস্—ফুরিয়ে গেল।"

বিলাসবতী যাহা বলিল, তাহাতে যে কাতরতা একেবারেই ছিল না, এমন নহে; কিন্তু বলিবার ভঙ্গীতে তাহার অর্থ কদর্থে পরিণত হইল।

বিলাসবতী ভাবিয়াছিল, এই কথা বলিলেই হয়ত স্বামীর ক্রোধোপশমিত হইবে; তর্ক বিবাদও মিটিয়া যাইবে। তাহার পর অবসর মত সে আবার স্বামীকে মনোমত পথে চালিত করিবে। কিন্তু বিলাসবতীর গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ নিতাইচরণ সে উক্তিতে কোন কাতরতাই লক্ষ্য করিল না—বরং বিলাসবতীর কথায় সে বিরক্ত হইল। নিতাইচরণ তীরবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে সে উত্তেজিত ভাবে কহিল—

"তুমি চুলোয় যাও, গোল্লায় যাও, আমার তা'তে কোনও ক্ষতি নেই। তুমি যদি আর এখানে না ফিরে আস, তা' হ'লে সেটা আমার সৌভাগ্য মনে করব।"

ইহা বলিয়াই নিতাইচরণ বিদ্যুদ্বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বিলাসবতী গৃহ মধ্যে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তাহার মনের ভাব—আজ এটা কেমন ধারা হইল? আমি যদি একটু

নরম হ'তাম, তাহা হইলে বোধ হয় সব গোলই মিটিয়া যাইত। কিন্তু এখন তাহা হইবার আর উপায় নাই। এখন যাহা হয় একটা কিছু ভয় দেখাইতেই হইবে, নতুবা আর মান থাকে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাইচরণ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া ঠাকুরদালানের মেঝ্যার উপর বসিল। তখনও বাটীর অনেকেই নিদ্রোত্থিত হয় নাই। নিতাইচরণের পিতা দীননাথ ও পিতৃব্য প্রিয়নাথ অবশ্য উঠিয়াছেন। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনান্তর ইষ্টমন্ত্রাদি যপ করিয়া দীননাথ সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন আর প্রিয়নাথ বাটী সংলগ্নস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানে সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিতেছেন।

প্রত্যুষে যে তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করেন, তাহার কারণ তাঁহারা বৃদ্ধ। বৃদ্ধ লোক ভিন্ন একালে আবার প্রভাতে উঠিয়া, বিহগকুলের প্রভাতী শুনিয়া, প্রভাত-গগনে প্রভাতালোক দেখিয়া, প্রভাত-সমীরণে স্নিগ্ধ হইয়া, প্রভাত কুসুমের আঘ্রাণ লইয়া কে কবে পুলকিত হইতে চাহে? এ কালের নবীনেরা প্রভাত নিদ্রা হইতে স্বেচ্ছায়

বঞ্চিত হইতে চাহে না। বঞ্চিত হইতে চাহেনা বলিয়াই এ দেশে অকাল পক্কতা, অজীর্ণরোগ আর অকাল মৃত্যু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কে জানে দেশে আবার কবে সুবাতাস বহিবে, দেশের লোক প্রাতরুত্থানের ফলে স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিবে!

নিতাইচরণকে প্রভাতে উঠিতে দেখিয়া পুত্রবৎসল দীননাথ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—

নিতাই এত সকালে উঠেছিস্ যে! রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি? •

"বেদনা কাতর ভগ্ন হৃদয় নিতাইচরণ পিতার স্নেহ ও সহানুভূতিতে কতকটা বলীয়ান হইয়া কহিল—"হাঁ, ঘুম হয়েছিল।"

"বড় রোগা হ'য়ে গেছিস্। তোর আফিসের কাজ কর্ম্মের খবর সব ভাল?"

"আজ্ঞে হাঁ। তবে যে জায়গাটায় আছি সেখানকার জলবাতাস আদৌ ভাল নয়। সেই জন্যই সেখানে তেমন আমার মন টিকে না। সাহেবকে ব'লেছিলেম—

তিনি বলেছেন, স্থবিধে হ'লেই একটা ভাল জায়গায় বদ্‌লি ক'রে দেবেন।"

নিতাইচরণের পিতৃব্য প্রিয়নাথ পুষ্পপূর্ণ সাজি হস্তে সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আরে বাপ্ নিতাই—কখন এলি বাপ্?"

গভীর নিশীথে বাটী পৌছাইয়া পিতৃদেবের সহিত নিতাইচরণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পিতৃব্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পিতৃব্যকে প্রণাম করিয়া নিতাইচরণ কহিল—

"আজ্ঞে কাল রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় বাড়ী পৌছেছি।"

প্রিয়নাথ, অগ্রজ দীননাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"দাদা, নিতু বাড়ী এল, আর তুমি আমায় ডাক্‌লে না! বেশ ত!"

"দীননাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"রাত্রে তোর ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর ঘুম হয় না ব'লে, আমি আর তোকে তুলিনি।"

প্রিয়নাথ সে কথায় বড় একটা কাণ দিলেন না। তিনি নিতাইচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁ নিতাই, তুই এমন শুকিয়ে গেলি কেন বাপ্? তোর সে রূপ নেই, শরীর নেই—কি ব্যাপার কি বল্ দেখি? খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় বুঝি? বল, না হয় বৌমাকে তোর সঙ্গেই পাঠিয়ে দি। আরে বাপ্ শরীর রাখ্তে হ'বে ত।

নিতাইচরণ এইবার ঘামিতে লাগিল। নিতাই-চরণের অবস্থা দেখিয়া প্রিয়নাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ভারী দুষ্ট।

নিতাইচরণ কিয়ৎক্ষণ উদাসভাবে চাহিয়া বলিল—

"একবার রায়েদের বাড়ী ঘুরে আসি। রায়েদের বাড়ীর সব খবর ভাল?"

"হাঁ সব ভাল। সত্য, নেত্য সকলেই তোর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

হালদার বাড়ী

নিতাইচরণ রায়বাটী অভিমুখে চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ সেইদিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দীননাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি দেখ্‌ছ প্রিয় ?"

"দেখ্‌ছি ছেলেটাকে—নিতু আমার বড় ভাল ছেলে, দাদা, বড় ভাল ছেলে।"

"হাঁ নিতাই ছেলে ভাল, কিন্তু বৌমাটীই আমাদের সব গোল করে।"

"তা' করে করুক। ছেলে মানুষ এখন, বুদ্ধি হ'লেই সব সেরে যা'বে।"

প্রিয়নাথের কথায় দীননাথ হাসিলেন। প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাস্‌লে যে দাদা ?"

"তোর কথায়।"

"কেন, কি অন্যায় কথা বলেছি দাদা ?"

"বলি, হ্যাঁ প্রিয়, বৌমার বুদ্ধি শুদ্ধি আর হ'বে কবে ? ছেলেপুলে হয়েছে, আর বুদ্ধি হয়েছে, এখনও

যখন একই রকম রইল, তখন তা'র উপর আমার আর কোনও আশা নেই। তবে পরে ভাল হয়—সে নিতায়ের বরাত।"

"দাদা, তুমি হতাশ হও কেন? সব হ'বে, সব হ'বে—সবুরে কি না হয়?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীননাথ কহিলেন—ভাইরে, আর বুঝি আমার সবুর করা হ'লনা। খাতার নাম এগিয়ে এসেছে—ডাক্ এবার পড়্লেই হয়। নিতায়ের সুখ দেখা আমার ভাগ্যে বুঝি আর হ'লনা।—ভাই! তুই রইলি, দেখিস্ ভাই, নিতাই যেন আমার সুখী হয়।"

দীননাথও কাঁদিল আর প্রিয়নাথও কাঁদিল। কিন্তু প্রিয়নাথ তাহার মনের কথা প্রাণের ব্যথা অগ্রজকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি খুব শক্ত হইয়া দীননাথকে বলিলেন—

"দাদা, তুমি যদি ওসব কথা বল, তা'হলে তোমার সংসার নিয়ে তুমি থাক, আমি বৃন্দাবনে গিয়ে বসে থাকি।"

দীননাথ ইট মারিয়াছিলেন, পাটকেল খাইলেন। সুতরাং "শেষের দিনের" কথা তিনি মনে মনে স্মরণ করিলেও তাহা মুখে প্রকাশ করিতে আর সাহস করিলেন না। প্রিয়নাথ বুঝিলেন, দাদা—অপ্রতিভ হইয়াছেন। তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

প্রিয়নাথ কহিলেন—

"তুমি অত ভাব কেন দাদা? আমার নিতাইও যে, দুলালও সে। ওর আবার কথা কি?"

দুলাল, প্রিয়নাথের পুত্র। প্রিয়নাথের আর একটী কন্যা আছে—সেটী বাল-বিধবা, সে পিত্রালয়েই থাকে। নিতাইচরণ, পিতার একমাত্র পুত্র। বয়সে, নিতাইচরণ দুলালের অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড়।

দুলাল চন্দ্র শিক্ষিত যুবক—বি, এ পাশ করিয়াছে—বি, এল পড়িতেছে। নিতাইচরণের বিদ্যাবুদ্ধি নাই—তবে সে উপায়ক্ষম। কিন্তু তাহাতেও এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে দ্বেষ হিংসা মতানৈক্য নাই। তাহাদের দেখিলে দুই বন্ধু বলিয়াই মনে হয়।

নিতাইচরণের এক পুত্র, এক কন্যা। কন্যা বিবাহ-যোগ্যা; পুত্রটী নয় বৎসরের। দুলালের পুত্র কন্যা অনেকগুলি।

গৃহের গৃহিণী—নিতাইচরণের মাতা শ্যামা সুন্দরী। দুলালের মাতা সত্যবতী, শ্যামাসুন্দরীকে গৃহকার্য্যে সহায়তা করেন মাত্র। প্রিয়নাথের শাসনে "গৃহিণীপণায়" সত্যবতীর কোনও অধিকার নাই।

সংসার খুবই বড়, তথাপি সে সংসারে পাচক ব্রাহ্মণের দৌরাত্ম্য নাই। পাক কার্য্য, শ্যামাসুন্দরী ও সত্যবতী উভয়ে মিলিয়াই করিয়া থাকেন। বৌরাণীদের উপর সে কার্য্যের ভারার্পণ করা হয় নাই। কারণ, রন্ধন কার্য্য করিতে বলায় বিলাসবতী এক সময়ে সাত দিবস শয্যা-ত্যাগ করে নাই। অছিলাটা অবশ্য রোগের, কিন্তু চিকিৎসক আসিয়া রোগিনীর যে রোগটা কি, তাহা কোনও প্রকারেই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সেইদিন হইতে শ্যামাসুন্দরীর প্রতিজ্ঞা—পাকশালায় বৌরাণীদের তিনি কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিবেন না—আহারের সময়

ভিন্ন বৌরাণীদের চরণধূলিতে সে স্থান পবিত্র হয়ও নাই।

পাচক-ব্রাহ্মণ রাখা সম্বন্ধেও গৃহস্থের মত নাই; গৃহস্থের ধারণা—কলের "সুতা" ঝুলান "খণ্ডাইত" বা "কাহার" বাজারে আজকাল অত্যন্ত সুলভ। সামান্য বেতনের চাকুরীজীবিগণের—"খণ্ডাইত" বা কুর্ম্মি—কাহারের" দ্বারা অনেক সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা জাতিধর্ম্ম মানিয়া চলে, তাহাদের নিকট "কলের সুতার" আদৌ আদর নাই। বাঙ্গালী পাচক ব্রাহ্মণ আজকাল এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহাদিগকে কেহই আর তেমন বেতন দিতে চাহেনা। "কলের সুতা" সস্তায় পাওয়া যায় বলিয়া সুব্রাহ্মণের আজকাল আদরও নাই। আচারবান্ ও স্বধর্ম্মব্রত দীননাথ ও প্রিয়নাথ বহুচেষ্টা করিয়াও একটী নিষ্ঠাবান পাচক ব্রাহ্মণ জুটাইতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহাদের গৃহিণীদেরই বৃদ্ধ বয়সেও হাঁড়ি বেড়ী ধরিতে হইল। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি? তবে তাহাতে লাভও

অনেক—পাক কার্য্যের দোষে ও অসাবধানতায় সে সংসারে কাহাকেও তেমন অসুস্থ বা অরুচিগ্রস্ত হইতে দেখা যায় নাই। সেইটাই পরম লাভ।

একান্নবর্ত্তী সংসারের সুখ দীননাথের গৃহে যথেষ্ট আছে। যাহা কিছু অসুখ, সে কেবল বিলাসবতীকে লইয়া। তবে প্রিয়নাথের চিকিৎসা গুণে সে ব্যাধি তেমন বৃদ্ধি পাইতে পায় নাই। সে ব্যাধির যে প্রতীকার অসম্ভব, তাহা দীননাথও যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রিয়নাথও তেমনই বুঝিয়াছিলেন। কথায় কথায় প্রিয়নাথ, দীননাথকে বলিতেন—

"দাদা, তাগাড় মেখে চ'লে যাচ্ছে, সেই ভাল। আমরা ত চ'লে যাই, তা'র পরে যা' হয় হ'বে।"

দীননাথ, ভ্রাতার সান্ত্বনা বাক্যে শান্ত হইলেন। সেরূপ না হওয়া ভিন্ন আর উপায়ই বা কি?

সেই স্নেহের কনিষ্ঠ সহোদর প্রিয়নাথ যখন দীননাথকে বলিলেন—ওর আবার কথা কি, তখন দীননাথ ভাবিলেন—"সত্যই ত, যখন প্রিয়নাথ

আছে, তখন আমার আর ও সকল ভাব্‌বার আবশ্যক কি ?"

দীননাথ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রিয়নাথ কহিলেন—

"দাদা, চুপ্‌ ক'রে, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন? একবার রামাকে ডাকাও, জাল টেনে সে এক আধটা মাছ ধ'রে দিক্‌। নিতাই আজ কত দিন পরে দেশে এল; তা'কে ভাল ক'রে মাছের মুড়ো না খাওয়াতে পার্‌লে আমার সুখই হ'বে না।"

দীননাথ একটু হাসিয়া বাটীর বাহির হইবার উপক্রম করিলেন—প্রিয়নাথও পূজা গৃহের অভিমুখে চলিলেন। ভৃত্য শঙ্কর সেই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—

"কর্ত্তা ম'শয় সর্ব্বনাশ হইছে। বড়বৌঠাউরান্‌ জলে ডুব্‌ দিছেন।"

শঙ্করের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত দীননাথ সদর দরজার চৌকাঠের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। প্রিয়নাথ

ধীরে ধীরে ফুলের সাজিটী বারান্দার উপরে রাখিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় ডুব দিয়েছেন রে?"

শঙ্কর কহিল—মোদের পুকুরীতে।"

"আচ্ছা, চল্"—বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে তিনি পুষ্করিণীর দিকে চলিলেন। শঙ্কর তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। দীননাথ সেই "চৌকাঠের" উপরেই বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিস্তর লোক পুষ্করিণীর চাতালে সমবেত হইয়াছে—সমবেত হইয়া খুব হল্লা করিতেছে। কেহ আগুণ আনিতে বলিতেছে, কেহ শুষ্ক বস্ত্র আনিতে বলিতেছে, কেহ ডাক্তার আনিতে বলিতেছে, কেহ উষ্ণ দুগ্ধের যোগাড় করিতে বলিতেছে, কেহ কেহ বা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আদেশ করিতেছে অনেকেই—কিন্তু আদেশ পালনের লোক তথায় কেহই নাই।

প্রিয়নাথ যখন সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সকলেই তখন সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা খুব মুরুব্বীয়ানা করিয়া নানারূপ "হুকুম" চালাইতেছিলেন, তাঁহাদের মুরুব্বীয়ানাও বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই তখন "ছোট-কর্ত্তা" কি আদেশ করেন, তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ চাতালের উপর শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু মুদ্রিত—যেন সংজ্ঞাহীন। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বধূমাতার বাম হস্তখানি ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নাড়ী পরীক্ষায় প্রিয়নাথের যশ যথেষ্ট আছে। গ্রামের অনেকের মুখেই শুনা গিয়াছে—"ছোটকর্ত্তা যেমন নাড়ী দেখিতে পারেন, অনেক ডাক্তার কবিরাজও সেরূপ নাড়ী দেখিতে পারেন না।"

ছোটকর্ত্তা বধূমাতার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। জলে ডুবিলে কাহারও নাড়ীর সেরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভবপর নহে। বধূমাতার নাড়ীর অবস্থা সহজ ও স্বাভাবিক—তবে ঈষৎ উত্তেজিত। জলমগ্না হইয়া বধূমাতা জল খাইয়াছে বলিয়াও প্রিয়নাথের মনে হইল না। সেরূপ কোনও লক্ষণই রোগিণীর শরীরে দেখিতে পাওয়া গেল না। প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন—

"এই তোরা কেউ গোল করিস্‌নি, খুব আস্তে আস্তে

তুলে, তোরা বৌমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা,' আমি গিয়ে ওষুধ দিচ্ছি।"

ছোটকর্ত্তার আদেশ মত বিলাসবতীকে বাড়ীর ভিতর তুলিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু বিলাসবতী স্বয়ং তাহাতে আপত্তি করিল। কি জানি, কোন্ মন্ত্রগুণে তাহার সংজ্ঞা তখনই ফিরিয়া আসিল। সে যাহা হউক, সে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইল না। প্রিয়নাথ, বধূমাতার কাণ্ড দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিরক্তির লক্ষণ তিনি আদৌ না দেখাইয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন—

"আচ্ছা, তবে বৌমা আপনিই যান, সঙ্গে সঙ্গে যেন লোক থাকে।"

ছোটকর্ত্তা আর সে স্থানে দাঁড়াইলেন না—দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। ছোটকর্ত্তার মুখে যে একটা গভীর চিন্তরেখা পড়িয়াছিল তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল।

বিলাসবতী যখন ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে চলিয়া

গেল, তখন অন্যান্য সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল। পুষ্করিণীর চাতালে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল কেবল দুইজন দাসী। তাহারা অন্যান্য লোকের সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল না।

প্রথমা দাসী কহিল—

"মাগো! কি কেলেঙ্কারি! ছি ছি ছি!"

দ্বিতীয়া কহিল—

"মিছে নয়! আমাদের গরীব দুখ্‌খীর ঘরে ওসব ঢং নেই। আমাদের ঘরে মরে ত একবারেই মরে, না মরে ত মরেই না।"

"বড় বৌদিদির জ্বালানী পোড়ানিতেই এমন সংসারটা একেবারে গেল। আহাহা! দাদাবাবু সবে মাত্র বিদেশ থেকে এসেছেন গো। আর বড় বৌদিদি অম্‌নি জলে ডুব্‌ল, ফুল্‌ল, ভাস্‌ল, আবার সব ভাল হ'য়ে গেল! এই নিয়ে একটা কাণ্ড বাধে দেখ না।"

"ভাগ্যে আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, নইলে সত্যিই ডুব্‌ত ত?"

হালদার বাড়ী

"তুই আর বকিস্‌নি বাবু। বড় বৌদিদির ঢংএর কথা আর বলিস্‌নি। যে ডুব্‌বে, সে কি আর হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে পানকৌটিগিরি করে না? ওসব ঢং, বুঝ্‌লি, ওসব ভদ্দর লোকেদের ঘরের বজ্জাত বৌমানুষগুলোর ঢং। দাদাবাবু বাড়ী এসেছেন কিনা—তাই গিন্নিমার সঙ্গে পরশুদিন যে বচসাটা হয়েছিল, সেইটের জের একটু জানিয়ে দেওয়া হ'ল। কি বল্‌ব, অনেক দিন এ সংসারে নিমক্‌ খাচ্ছি, নইলে বড় বৌঠাকুরুণের গুণের কথাটা পাড়ায় পাড়ায় রাষ্টি ক'রে বেড়াতুম্‌। ওরে বাপ্‌রে গেরস্ত ঘরে এমন ঢংও করে গা!"

"চুপ্‌ চুপ্‌—কেউ শুন্‌তে পাবে।"

"শুন্‌লেই বা। কর্ত্তামা, ছোটমা, কর্ত্তাবাবু, ছোট-কর্ত্তা এরা কি আর বৌঠাকুরুণের গুণের কথা জানেন না? খুব জানেন। তবে বাড়ীর বৌ, আর কি করবে বল? কাজেই চুপ্‌ ক'রে থাকৃতে হয়। ছোট কর্ত্তা এসে ঐ যে নাড়ীটি ধ'রে টেপনটী দিলে, ঐতেই ডোবা না ডোবা সব ঠিক্‌ হ'য়ে গেল। ছোটকর্ত্তার নাড়ী

টেপা বিস্তে এমন নয়! হ্যা—বলে কত সত্যি সত্যি জলে ডোবা মাগী মিন্সে সেই টিপুনীতেই ভাল হয়ে গেল, আর এ জলে ডোবা ত সাজস্!"

"থাক্ গো, ওসব কথায় আমাদের আর কাজ নেই ভাই। বড় মানুষের বাড়ী সবই শোভা পায়। গরীব লোকেরই যত জ্বালা। আঃ বাবা—বাবা!"

শঙ্কর সেই স্থানে আসিতেছে দেখিয়া দুইজন দাসীরই ভয় হইল। তাহাদের কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল। শঙ্কর বহুদিনের ভৃত্য—বাটীর সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভয় করে। শঙ্কর আসিয়া কহিল—

"তোরা ইখানে দাঁরা হ'য়ে কি এতেক বক্কাবক্কি কর্‌তেছিস্‌রে? কর্ত্তাবাবু, ছোটকর্ত্তা তোদের ডাক্ পেড়ে ডাক্ পেড়ে একেবারে সারা হলান।"

শঙ্করের কথাই ঐরূপ। সে বহুকাল যাবৎ এই সংসারে চাকুরী করিতেছে, কিন্তু তাহার কথা কিছুতেই শোধ্‌রাইল না। এইরূপ কথাও উচ্চারণের জন্য বাটীর

সকলেই তাহাকে অল্প বিস্তর বিদ্রূপ করে। তাহাতেও শঙ্করের কথা যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

কর্ত্তাবাবুরা দাসীদের ডাকিতেছেন শুনিয়া দাসীদের ভয় হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—

"শঙ্করদাদা, কর্ত্তাবাবুরা কেন ডাক্‌ছেন বল দেখি?"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিল—

"মোর কাইনে মোচর দিয়া সে কথা ত বলান নাই।"

শঙ্করকে আর কোনও প্রশ্ন করিতে দাসীদের সাহস হইল না। শঙ্কর কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। দাসীরা শঙ্কিতচিত্তে কর্ত্তাবাবুদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া ছোটকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হাঁরে তোরা যদি পুকুর ঘাটে ছিলি, ত বৌমা ডুব্‌ল কেমন ক'রে?"

সে কথার উত্তরে একজন দাসী কহিল—

"বৌদিদি ডুব্‌বে কেন—আমরা যাইছিলুম্, তাইত

চেঁচামেচি ক'রে লোক জড় কর্‌লুম, আর তাহারা বৌ-দিদিকে ঘাটে তুলে ফেল্‌লে।"

প্রিয়নাথ ধমক দিয়া বলিলেন—

"তুই থাম্‌, বেয়াদব মাগী।"

ধমক খাইয়া দাসী চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিল, মিথ্যা কথা বলিয়া সে "বৌদিদির" দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া ছোটকর্ত্তা রাগিয়া উঠিয়াছেন। অপর দাসীর মনের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। তাহাদিগকে পুনরায় সে বিষয়ে দুই একটী প্রশ্ন করিতেই তাহারা সমস্ত কথা কর্ত্তাবাবুদের সম্মুখে বলিয়া ফেলিল। ছোটকর্ত্তা দেখিলেন—ব্যাপার সুবিধাজনক নহে। দাসীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি তাহাদের বিদায় দিলেন।

দীননাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাসীদের কথা শুনিতে-ছিলেন। তাহারা চলিয়া যাইলে দীননাথ প্রিয়নাথকে বলিলেন—

"প্রিয়, সব শুন্‌লি ত! এখন আমায় কি কর্‌তে বলিস্‌, তা' বল। বুড়া বয়সে শেষে কি হাতে দড়ি

পড়্‌বে! তা'র চেয়ে আমি কোথাও চ'লে যাই—কাশী কি বৃন্দাবনে যেখানে হয় গিয়ে থাকি।"

প্রিয়নাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"দাদা, অত অধীর হ'লে চ'ল্‌বে কেন? বড় গাছেই ঝড় লাগে। বাড়ীর বৌ, তা'র উপর রাগ ক'রে বাড়ী ছেড়ে গেলে চল্‌বে, কেন? নিতায়ের মুখের দিকেও ত তাকাতে হ'বে।"

দীননাথ শুষ্কমুখে বলিলেন—

"তা'ত হ'বে। কিন্তু যে বজ্জাত বৌ, ও ত সব কর্‌ত পারে। যে নিজের প্রাণের উপর কোনও মায়া দয়া রাখে না, সে পরের প্রাণের কত কদর কর্‌বে, তা'ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।"

"না—না দাদা, তা' নয়। বৌমা—হাঁ—বুঝ্‌লে কিনা দাদা—এই বৌমা ছেলে বুদ্ধিতে আমাদের একটু ভয় দেখাচ্ছিল। ওকি আর সত্যি সত্যি জলে ডুব্‌ত?"

প্রিয়নাথ ভাবিয়াছিলেন এক, ঘটিল আর। প্রিয়

নাথের কথায় দীননাথ আদৌ তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন—

"সেটা ত আরও খারাপ। যদি সে একেবারে মর্‌ত, তা' হ'লে সে এক রকম হ'ত। কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরের যে সব মেয়ে ছেলে এই রকম ভয় দেখায়, তা'দের কি নাম দেওয়া যেতে পারে প্রিয়? আর আত্মহত্যা কর্‌বার চিন্তাটাও যা'দের মনের কোণে লুকিয়ে থাকে, তা'দের নিয়ে বাস করাই বা চলে কি ক'রে? জান প্রিয়, আইনে এ অপরাধের শাস্তি কি?"

প্রিয়নাথ অপ্রতিভ হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—

"ওসব যেতে দাও দাদা, ওসব যেতে দাও—আমি সব ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি। ঘরের কলঙ্ক কি বাইরে সহজে বার কর্‌তে আছে? বিশেষ আমরা যখন জীবিত?"

দীননাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন—

"দেখ ভাই, তুমি যা' বোঝ, তাই কর। কিন্তু

আমার ভরসা কিছুমাত্র নেই। পাজি চিরকালই পাজি থাকে—বুঝিয়ে পাজিকে দুরস্ত করা যায় না। তা'র এক ওষুধ আছে। কিন্তু সে ডাক্তারী—আমরা কর্‌তে পারি না।" দীননাথ এই কথা বলিয়াই অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। প্রিয়নাথ ডাকিলেন—

"দুলাল ও দুলাল।"

"কেন বাবা"—বলিয়া দুলালচন্দ্র পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। দুলালের হস্তে একখানা আইনের পুস্তক ছিল। দুলালচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষা দিবে—সেই কারণেই সে দিবারাত্র পরিশ্রম করে।

পিতার আহ্বানে পুত্র আসিয়া পিতার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা কি ভাবিতেছিলেন। পুত্রকে উপস্থিত দেখিয়াও তিনি কোনও কথা কহিলেন না। পুত্র চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে প্রিয়নাথ, দুলালচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ছিলি কোথায়?"

"আজ্ঞে ঘরেই ত ছিলাম।"

"হাঁ, তা'ত ছিলি—সেইজন্যই ত তোকে এত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। হাঁরে মূর্খ, তোর পড়া আগে, না লোকের প্রাণ আগে?"

পুত্র, পিতার কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা বলিতে লাগিলেন—

"বাড়ীতে যে এত বড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, তা'র খবর কিছু রাখিস্ কি?"

দুলালচন্দ্র এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। সে বলিল—

"আজ্ঞে আমি ত ঘাটেই উপস্থিত ছিলাম। বৌদিদি বাড়ীর ভিতর যাওয়ার পর তবে বই নিয়ে বসেছি।"

সে কথায় পিতা, পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। দুলালচন্দ্রের মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—

"তা' ভাল, এই ত চাই। কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে শিখ্‌তে হয়। কেবল বই পড়া বিদ্যা আর টাকা রোজ্‌গারের বিদ্যা শিখে কি ছাই আর পাশ হ'বে! অমন বিদ্যে আমি অনেকের দেখেছি। তা'দের বিদ্যের মুখে

আগুন—বুঝ্‌লি বাবা বুঝ্‌লি ?" দুলালচন্দ্র মস্তক অবনত করিয়া বলিল—

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ভাল ! তোর দাদা কোথারে ?"

"দাদা ত ঠৈক বাড়ীতে নেই ? বোধ হয় রায়েদের বাড়ীতেই আছেন।"

"আচ্ছা থাক্‌। তুই আজ খেয়ে দেয়ে বড় বৌমাকে নিয়ে তাঁ'র বাপের বাড়ী রেখে আস্‌বি—বুঝেছিস্‌ ?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দুলালচন্দ্র চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ পূজা-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দীননাথের বাটী হইতে সত্যকিঙ্করদের বাটী প্রায় এক পোয়া পথ। সত্যকিঙ্কর ও নিত্যকিঙ্কর দুই সহোদর সেই গৃহে বাস করে।

শৈশবেই তাহারা মাতৃহীন হইয়াছিল। কৈশোরে তাহারা পিতৃহীন হইয়াছিল। তাহারা লালিত পালিত হইয়াছিল—তাহাদের মাতুল গৃহে। মানুষ হইয়াছিল—সত্যকিঙ্কর; নিত্যকিঙ্কর না মানুষ, না ভূত—সয়তান তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। সে সকল কথা পরে প্রকাশ পাইবে।

ব্যবসায় বানিজ্য করিয়া সত্যকিঙ্কর এখন দু' পয়সার মুখ দেখিয়াছে। তথাপি সে তাহার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এক সংসারে বাস করিতে চাহে। একালে অবশ্যই সে একটা গৌরবের কথা। নিত্যকিঙ্কর কিন্তু সে প্রকৃতির জীব

নহে। তাহার অত্যাচার ও উপদ্রবে সত্যকিঙ্করের সুখের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। সত্যকিঙ্কর অত্যন্ত ভাল মানুষ ও নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়াই সহোদরের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করে নাই বা ভিন্ন সংসার পাতে নাই। নতুবা এতকালে তাহাদের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত।

সত্যকিঙ্কর বয়সে নিতাইচরণ অপেক্ষা কিছু ছোট হইবে। নিত্যকিঙ্করের বয়স হইবে অনুমান ত্রিশ হইতে বত্রিশ বৎসর। সত্যকিঙ্কর বিপত্নীক—তিন বৎসর যায়, তাঁহার পত্নী মাধুরী-লতা, একটী পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পুত্রের নাম জীবানন্দ। জীবানন্দ প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। নিত্য-কিঙ্করের পুত্র কন্যা তিন চারিটী। নিত্যকিঙ্করের পত্নী নয়নতারা সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকে। ভ্রাতৃ-জায়ার উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়াই সত্য-কিঙ্কর নিশ্চিন্ত আছে।

এই রায় পরিবারের সহিত দীননাথ হালদার

মহাশয় কোনওরূপ আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ না হইলেও সখ্যসূত্রে তাঁহারা আত্মীয় স্বজনাপেক্ষাও পরস্পরের প্রিয়। সত্যকিঙ্করের মাতামহ দীননাথের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রেই এই দুই পরিবারের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষ সত্যকিঙ্কর ও নিতাইচরণ পরস্পরেই পরস্পরের সোদর প্রতিম বন্ধু। ক্ষীরপুকুর গ্রামে এই দুই পরিবারের বসবাসও বহুকালের। গ্রাম সম্পর্কেও সে দুই বংশের আত্মীয়তা অল্প নহে।

নিতাইচরণ যদিও সত্যকিঙ্করের বন্ধু তথাপি নিতাইচরণ, সত্যকিঙ্করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নিত্যকিঙ্করের সহিতও বন্ধুর মত ব্যবহার করে। দুলালচন্দ্র সম্বন্ধেও নিতাইচরণ ও সত্যকিঙ্করের সেইরূপ ব্যবহার। বয়সের পার্থক্যেও নিত্যকিঙ্কর বন্ধুত্বের সে স্বাধীনতাটুকু পাইয়াছে বলিয়া সে যেন একটু গর্ব্বিত। সত্যকিঙ্কর ও নিতাইচরণ যদিও সে কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, তথাপি তাহারা নিত্যকিঙ্করকে বন্ধুত্বের স্বাধীনতা

হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেনা। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখা নিতাইচরণ ও সত্যকিঙ্করের স্বভাব নহে। কেহ কেহ বলেন—ইহা একটা ভয়ঙ্কর দোষ; কাহারও কাহারও মতে ইহা একটী বিশেষ গুণ। লোক মাত্রেই ভিন্নরুচি সম্পন্ন।

রায় বাটীতে বসিয়া নিতাইচরণ সত্যকিঙ্করের সহিত বিলাসবতী সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সেই সময়ে সত্যকিঙ্করের ভৃত্য আসিয়া সত্যকিঙ্করকে সংবাদ দিল যে, হালদার বাড়ীর বড় বৌ-ঠাকুরাণী জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে সংবাদ শ্রবণ করিয়া সত্যকিঙ্কর মর্ম্মাহত হইল। আর নিতাইচরণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কেনই বা সে ছাই খাইয়া বিলাসবতীর সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে গিয়াছিল? তর্ক বিতর্ক না হইলে ত আর বিলাসবতী এমন করিয়া জলে ডুবিয়া মরিত না। কিন্তু তর্ক বিতর্কের ফলে বিলাসবতী যে আত্মহত্যা করিতে পারে, সে কথা নিতাইচরণ আদৌ ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। পথে

আসিতে আসিতে নিতাইচরণ ভাবিয়াছিল ঝগড়া বিবাদে আর কাজ নাই। সেই না হয় তাহার কার্য্য-স্থলে চলিয়া যাইবে। বিলাসবতীর সহিত সে আর কোনও সম্পর্ক রাখিবে না, তাহা হইলে সকল গোলই মিটিয়া যাইবে।

বিলাসবতী অসুখী হয়, এমন ইচ্ছা নিতাই-চরণের কোনও কালেই ছিল না। নিতাইচরণ রাগ করে আপনার উপর আপনি। বিলাসবতীর উপর ত সে রাগ করে নাই। তবে বিলাসবতী রাগ করিল কেন? আর এমন কথাই বা নিতাইচরণ কি বলিয়াছে যে বিলাসবতী সেই অপমানে এমন অমূল্য প্রাণটা এমন করিয়া এক কথায় খোয়াইয়া বসিল?

সু ও কুতর্ক নিতাইচরণের মনে অনেক উঠিল। কিন্তু নিতাইচরণের বিবেক বুদ্ধি কোনও তর্কেরই মীমাংসা করিতে পারিল না। মর্ম্মবেদনায় নিতাইচরণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। মুখে কিন্তু কোনও কথা সে প্রকাশ করিতে পারিল না।

সত্যকিঙ্কর সস্নেহে ডাকিল—

"নিতাই দাদা।"

তাহার উত্তরে নিতাইচরণ কেবল মাত্র উদাস নয়নে সত্যকিঙ্করের দিকে তাকাইয়া রহিল। সত্যকিঙ্কর নিতাই-চরণের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিয়া করুণ স্বরে কহিল—

"অমন অধীর হয়ো না নিতাই দাদা! তুমি অধীর হ'লে বড় কাকা যে মারা যাবেন ভাই।"

দীননাথকে সত্যকিঙ্কর বড় কাকা বলিত। উড়িষ্যা অঞ্চলেই "বড় কাকা", "বড় কাকীর" অথবা "বড় ককা" "বড ককার" প্রচলন আছে। বাংলাদেশেও অধুনা তাহার প্রচলন হইতেছে, দেখা যাইতেছে।

সে যাহা হউক, এ কথাতেও নিতাইচরণ কোনও কথা কহিল না। সে চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল, চুপ করিয়া বসিয়াই ভাবিতে লাগিল। নিতাইচরণের ভাবগতিক দেখিয়া সত্যকিঙ্কর কিছু ভীত হইল। তখন সে নিত্যকিঙ্করের নিকট কিছু সাহায্য পাইবার আশায় একটু উদ্বিগ্ন হইয়া ডাকিল—

"নেত্য !"

নিত্যকিঙ্কর তখন বাটীতে নাই। সত্যকিঙ্কর সুতরাং আরও বিপদে পড়িল। সত্যকিঙ্কর কাহার সহিত এখন পরামর্শই বা করে আর কাহাকেই বা নিতাইচরণের বাটীতে পাঠাইয়া যথোচিত ব্যবস্থা করে ? অগত্যা সত্যকিঙ্করকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল আর নিতাইচরণ ত উদাস ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া আছেই। তাহারা তখন আর কি কথা কহিবে— কি কথা কহিতে পারে ?

নিত্যকিঙ্কর এতক্ষণে বাটীতে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই সে বিকট শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। সে হাসি আর কিছুতেই থামে না। নিত্যকিঙ্কর যে কেন সেরূপ বিকট হাসি হাসিতেছে, নিতাইচরণ কিম্বা সত্যকিঙ্কর কিছুতেই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। তবে সে হাসিটা নিতাইচরণের আদৌ ভাল লাগিল না। হাসির উপদ্রবে সত্যকিঙ্করও বিরক্ত হইয়া উঠিল ; সে হাসির অত্যাচার তথাপি থামে কৈ !

সত্যকিঙ্কর, খুব গম্ভীর ভাবে কহিল—

"নিতায়ের বড় বিপদ নেত্য।"

সত্যকিঙ্করের কথায় নিত্যকিঙ্করের হাসির মাত্রা অধিকতর বাড়িয়া গেল। ভ্রাতার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কথা সত্যকিঙ্কর বিলক্ষণ অবগত ছিল। সেই জন্য সে আর কোনও কথা কহিল না। হাসির উৎপাতে নিতাইচরণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। স্থানত্যাগের জন্য নিতাইচরণ প্রস্তুত হইল। প্রবল বেগে হাসিতে হাসিতে নিতাইচরণের হস্ত ধরিয়া নিত্যকিঙ্কর কহিল—

"ব'স নিতাই দাদা ব'স—এখন আর বাড়ী যেওনা—সেখানে ভারী গোল।"

নিত্যকিঙ্করের আচরণ, অঙ্গভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিতাইচরণ ব্যথিতও হইল, বিরক্তও হইল। তখন নিতাইচরণের মুখে কথা বাহির হইল। নিতাই-চরণ কহিল—

"দেখ নেত্য, আমোদটা সব সময়ে ভালও লাগে না আর ভালও দেখায় না।"

এই কথা বলিয়াই নিতাইচরণ রায়গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল। নিত্যকিঙ্কর তখনও হাসিতেছে তবে হাসির বেগ ততটা প্রবল নহে।

সত্যকিঙ্কর কহিল—

"কি করিস্ নেত্য? তুই কি লোকের বিপদ আপদও বুঝ্‌বিনি?"

নিত্যকিঙ্কর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—

"এঁ্যা বিপদ! বিপদ কিসের! আমি ত বুঝেছিলুম—ও একটা মজা! নিতাই—দিদি আমার জলে ডুব্‌ল, ভাস্‌ল, পায়ে পায়ে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল, আবার ঝগড়া বাধালে, পুলীস ডাক্‌লে—"

নিতাইচরণ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া নিত্যকিঙ্করের কথাগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। কোনও কথাও সে কহে নাই। পুলীসের কথা শুনিয়া সে নিত্যকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—

"পুলীস কি?"

নিত্যকিঙ্কর নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া কহিল—

"সে ভারী মজা, শোন না বল্‌ছি।"

সত্যকিঙ্কর একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল—

"থাম্ তোকে আর ও সব বল্‌তে হ'বে না। তুই বল্ আগে—বৌ এর জলে ডোবাটা তবে মিথ্যা ?"

"আহাহা মিথ্যে হ'তে যা'বে কেন? শোননা বল্‌ছি।"

"আমি সে কথা বল্‌ছিনা, সে কথা বল্‌ছিনা—বৌ ভাল আছে ত ?"

নিত্যকিঙ্কর গম্ভীর ভাবে কহিল—

"খুব—একটুও টস্কায়নি। তা'কে মারে কে ?"

"নিতাই দাদা আমার নিতাই দিদি পেয়েছেন বেশ—হুজুগ নিয়েই আছেন।"

সে কথায় সত্যকিঙ্কর, নিত্যকিঙ্করকে ধমক দিয়া কহিল—

"থাম্, তোকে আর বক্তৃতা দিতে হ'বে না। নিতাই দাদা এসে অবধি একটু জল পর্য্যন্ত খায়নি। আগে নিতাই দাদা খাক দাক্—তা'র পর যা বল্‌বার

বলিস্। চল দাদা বাড়ীর ভিতর চল। নেত্য, তুই বড় কাকার কাছে ব'লে আয়, নিতাই দাদা আজ এই খানেই খা'বে।"

যাওয়া টাওয়া আর আমার দ্বারা হ'চ্ছে না। সেখানে ভারী পুলীস হ্যাঙ্গাম। নিতাইচরণ তাড়াতাড়ি বলিল—

"কাজ কি কা'কেও পাঠিয়ে। আমি নিজেই একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। তা'র পর এখানে ফিরে এসে না হয় খাওয়া দাওয়া যা'বে।"

সে প্রস্তাবে সত্যকিঙ্কর সম্মত হইল। নিত্য-কিঙ্কর কহিল—

"যদি বাড়ী গিয়েই নিতাই দিদির কাণ্ডটা চ'খে দেখ্‌বে দাদা, তবে সেটা আমার কাছ্ থেকেই শুনে গেলে না কেন?"

সত্যকিঙ্কর আবার নিত্যকিঙ্করকে তাড়া মারিল। নিতাইচরণ ভাবিতে লাগিল—

"বিবাহ ক'রে এমন পাপও করা গেছে যে ঘরে পরে কথা শোনাচ্ছে! ওঃ—মরণ হয়ত বাঁচি!"

সত্যকিঙ্কর কি ভাবিয়া নিতাইচরণকে বলিল—"না নিতাই দাদা এখন আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই; খাওয়া দাওয়া কর আগে—তা'র পরে দুজনেই এক সঙ্গে যা'ব। বড় কাকাকে আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নিতাই সে অনুরোধ সহজে রাজী হতে চাহিল না। তবে সত্যকিঙ্করের "জিদই" অবশেষে "বজায়" রহিল। নিতাইচরণের তখন আর বাটী যাওয়া হইল না।

নিতাইচরণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। বন্ধুর প্রগাঢ় সহানুভূতিতেও সে প্রফুল্ল চিত্ত হইতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল বিলাসবতীর কথা আর ভাবিতেছিল নিত্যকিঙ্করের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা। সেই সকল কথা ভাবিয়া নিতাইচরণ অত্যন্ত বিচলিত

হইয়া পড়িয়াছিল। আহারের সময়ে সত্যকিঙ্কর বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াও নিতাইচরণকে ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিল না। নিত্যকিঙ্কর সে জন্য একটুও কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্যামাসুন্দরী ও সত্যবতী উভয়েই বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। শ্যামাসুন্দরীর নয়নে আপাততঃ অশ্রুধারা নাই বটে, তবে ধারাচিহ্ন এখনও বদন মণ্ডলে প্রতীয়মান। নিতাই চরণের কন্যা জ্যোৎস্নামুখী তাঁহার সম্মুখভাগে ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার শরীরের স্থানে স্থানে নিদারুণ প্রহারের চিহ্ন। ক্ষতভাগের স্থানে স্থানে তরল শোণিত জমাট বাধিয়া গিয়াছে। বালিকা জ্যোৎস্না-মুখী তথাপি শান্তভাবে শয়ন করিয়া আছে। তাহার বিশ্বাস সে অধীরা হইলে তাহার পিতামহী অধিকতর অধীরা হইয়া পড়িবেন। জ্যোৎস্নামুখী তাহার পিতামহীর সাতিশয় স্নেহের পাত্রী।

ক্ষতমুখে জল ধারা প্রদান করিতে করিতে সত্যবতী কহিলেন—

জ্যোৎস্না! জ্বালাটা আর আছে কি দিদি? মৃদু হাসিয়া জ্যোৎস্না কহিল—

"না ছোট ঠাকুমা, আমার কিচ্ছু হয় নি। ও একটু লেগেছিল, এখন সব ভাল হ'য়ে গেছে।" শ্যামাসুন্দরী বালিকার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন—

"ওরে আমার ননীর পুতুল, তুই কেন এমন মায়ের সন্তান হ'য়ে এসেছিলি দিদি? তোর স্থান রাজার ঘরে। কি পাপে তুই এমন মায়ের মেয়ে হ'লি দিদি? মার খেয়ে খেয়েই তোর প্রাণটা গেল!"

পিতামহীর স্নেহকাতর কথা শুনিয়া জ্যোৎস্না আবার হাসিল। হাসিয়াই সে বলিতে লাগিল—

"ঠাকুমা যত আমায় আদর করে, মা আমায় তত মারে! তা' মারুক্‌গে—মা হয় মারলেই বা—আমার ত আর লাগে না।"

দীননাথ সেই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সত্যবতী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। দীননাথ শ্যামা-সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ গো জোসির বড় লেগেছে কি?" জ্যোৎস্না-মুখীর আদরের নাম জোসি। জোসি বলিয়া অনেকে সে আদরের নামে তাহাকে না ডাকিলেও দীননাথ ও প্রিয়নাথ জ্যোৎস্নামুখীকে "জোসি" বলিতে কখনই ভুল করিতেন না। দীননাথ যখন জ্যোৎস্নামুখীর ক্ষত সম্বন্ধে শ্যামাসুন্দরীকে প্রশ্ন করিলেন, তখন জ্যোৎস্নামুখী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—

"না দাদু, আমার কিচ্ছু লাগে নি। এই দেখ না, আমি আপনি উঠে বসেছি। আবার চল্‌তে পারি—দৌড়ুতে পারি। তোমার জন্যে পান ছেঁচে এনে দোব দাদু?"

জ্যোৎস্নামুখীর কথায় দীননাথের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ কতকটা প্রফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন—

"আচ্ছা—আন্ দিদি। তোর ছোট্ ঠাকুমার কাছে যা'—পান্ তিনিই ছেঁচে দেবেন এখন।"

জ্যোৎস্নামুখী চলিয়া গেল। দীননাথ তখন কহিলেন—

"সব শুনেছ কি ?"

"কি ?"

"এই তোমার কুললক্ষ্মীর গুণের কথা ?"

"বাপের বাড়ী গেল—সে ত ভালই হ'ল। তা'তে আবার গুণাগুণ কি ?"

"আহা হা—তা' কেন! তা'কে তার বাপের বাড়ী ত প্রিয়নাথই পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তা'ত সে গেল না। বাপের বাড়ী যেতে হবে শুনেই ত মেয়েটাকে এমন ক'রে মারলে। তার পরে প্রিয়নাথের ভর্ৎসনা শুনে আপনি গাড়ী ডাকিয়ে সে বাপের বাড়ী চ'লে গেল।"

"ভালই হয়েছে—তা'তে আর হ'ল কি ?"

"হ'ল বংশের মুখোজ্জল। তা'র বেশী আর কি হবে বল ? আপনি গাড়ী ডাকিয়ে সে যখন গাড়ীতে ওঠে, তখন থানার ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, এই রাস্তা দিয়ে

যাচ্ছিলেন। চেঁচামেঁচি ক'রে তাঁকে ডেকে কুললক্ষ্মী বল্‌লেন—ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, তুমি সাক্ষী থাক্‌লে, এরা আমায় মারধর ক'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে।"

বিস্ময়াপন্ন শ্যামাসুন্দরী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন—

"তুমি বল কি গো ?"

দীননাথ, গৃহের দ্বারের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন—

"যা' শুনছ। তারপর ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তা'র সব কথা একখানা ছোট্ট খাতায় লিখে নিলেন। আমাকে ও প্রিয়নাথকে ডাকিয়াও ইন্‌স্পেক্টার দু'চার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। কতকটা সত্য কথা আমাদের বল্‌তেই হ'ল। কলঙ্কের এক শেষ আর কি ?

"ওমা—তার পর ?"

"তার পর আমার মাথা আর মুণ্ডু। বধূমাতা ত চাকর সঙ্গে ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন। এইবার পাড়ায় পাড়ায় যশের ঢাক বেজে উঠ্‌বে।"

"অভাগীর মেয়ের সব মন্দ গা! এই ঘণ্টা তুই চারও হয়নি—সখ ক'রে ঠাকরুণের জলে ডোবা হয়েছিল। তার পর মেয়েটাকে নিদয় ক'রে মারলে। তা'র পরেই আবার এই কাণ্ড! হাড় মাস পুড়িয়ে খেলে যে গা!"

"পাপের ভোগ। বুড়া বয়সে এইবার হাতে দড়ি পড়বে দেখছি।"

"না—না—ওসবে আর কাজ নেই—সংসারের মায়ায় আর কেন প'ড়ে থাকা। চল আমরা কাশী কি বৃন্দাবনে চলে যাই। থাক্ পড়ে সংসার—যা'র ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।"

জ্যোৎস্নামুখী একটী ক্ষুদ্র পাত্রে পান আনিয়া তাহা তাহার পিতামহের হস্তে প্রদান করিল, দীননাথ ও শ্যামাসুন্দরীর কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল। পিতামহ ও পিতামহী তখন পৌত্রীকে স্নেহাদর করিয়া নানাবিধ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। প্রিয়নাথ তখন বাড়ীতে নাই। তিনি সংবাদ লইতে গিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

বধূ নিরাপদে তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়াছে কি না।
দুলালের উপরও প্রিয়নাথ সে ভার অর্পণ করিতে স্বীকৃত
হন নাই। বিলাসবতীর পিত্রালয়, হালদার বাড়ী হইতে
প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। প্রিয়নাথ পদব্রজেই সে পথ
অতিক্রম করিয়াছেন। প্রিয়নাথের ক্রোধ কিংবা অভি-
মান হইলে এইরূপ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলাসবতীর পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার কথা লইয়া ক্ষীরপুকুর গ্রামে একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামে সে কথা লইয়া সেরূপ আন্দোলন আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। সহরে কোথায় কি হয়, কে কোথায় কিরূপভাবে জীবন যাপন করে, তাহা লইয়া সহরবাসীগণ আন্দোলন আলোচনা করিবার সুযোগ অবসর পায় না; আর তাহাতে তাহাদের তেমন প্রবৃত্তিও দেখা যায় না। সহরের মাটির ইহা দোষ কি গুণ তাহার সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের না থাকিলেও না থাকিতে পারে। তবে এ কথা বলিতে পারা যায় যে সহরে কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না—রাখিতে চাহে না। পল্লীগ্রামে সেরূপ প্রথার যথেষ্ট প্রবর্ত্তন আছে। সেখানে আত্মীয়তা, অন্তরিকতাও যেমন—পরনিন্দা, কুৎসা দলাদলির উপদ্রবও তেমন। সে উপদ্রব, অত্যাচারের

কবল হইতে হালদার বংশ পরিত্রাণ পাইল না। জন-রবের লক্ষ জিহ্বা অচিরে প্রচার করিল যে হালদার বাড়ীর বড় বৌ স্বেচ্ছাচারিণী।"

কথাটা যখন উঠিল, তখন নিতাইচরণের তাহা শুনিতেও বাকী রহিল না। অতিরঞ্জিত ভাবেই সে কথাটা নিতাইচরণের কাণে উঠিয়াছিল। তাহা শ্রবণা-ন্তর নিতাইচরণ অনেক ভাবিল, মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিল, অনেক কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কোনও কথা বলিতেও পারিল না আর কোনও বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে পারিল না। সে কতকটা দোষ দিল আপনাকে আর কতকটা দোষী করিল বিলাসবতীকে। সে ভাবিতে লাগিল—বিলাস-বতী দোষ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিলাসবতীকে সে যদি সেরূপ তিরস্কার না করিত, তাহা হইলে ত এরূপ গুরুতর ব্যাপার ঘটিত না। আপন পত্নীকে নিতাইচরণ অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। পত্নীর প্রতি পতির প্রগাঢ় প্রেম আছে বলিয়াই অসংযতবাক্ অপরিণত বুদ্ধি

দাম্ভিকা, অশিক্ষিতা, হৃদয়হীনা বিলাসবতী, হালদার বংশের মর্য্যাদা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে বসিয়াছে—সে কথাও নিতাইচরণ বিলক্ষণ অবগত আছে। তথাপি নিতাইচরণ, বিলাসবতীর প্রতি কখনও রুষ্ট হইতে পারে নাই। ইহা অবশ্য তাহার হৃদয় দৌর্ব্বল্য। বিলাসবতী সে কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল—বুঝিয়াছিল বলিয়াই বিলাসবতীর অত্যাচার উপদ্রব এতটা বাড়িতে পাইয়াছিল।

বিলাসবতীকে নিতাইচরণ যে ভৎ‍ংসনা করিয়াছিল, তাহা শুধু প্রাণের জ্বালা ও যন্ত্রণায়। কিন্তু বিলাসবতীর অদর্শনে নিতাইচরণের সে রুষ্টভাব অচিরে দূর হইল। পত্নীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ভক্ত অনুগত পতি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল। তবে লজ্জার বাঁধ তাহার হৃদয়-নদের তরঙ্গভঙ্গ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। নিতাইচরণ নিতান্তই দুর্ব্বল হৃদয়।

দুলালচন্দ্র, তাহার "দাদার" মনের অবস্থা বুঝিল এবং বুঝিয়া তাহা নিতাইচরণকে বুঝাইবার চেষ্টা

করিল। দুলালের কথা—বড় বৌ যখন আপন ইচ্ছায় গাড়ী ডাকাইয়া, লোক হাসাইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের বংশটাকে অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার সংবাদ আপাততঃ না লওয়াই ভাল; পিত্রালয় হইতে আনয়ন না করাই মঙ্গল জনক। নিত্যকিঙ্কর এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল কিন্তু সত্যকিঙ্কর তাহা করিতে পারিল না। সত্যকিঙ্কর কহিল—যাহাকে ত্যাগ করিবার অধিকার পুরুষের নাই, অথবা পুরুষের সহজ সাধ্য নহে, তাহার অত্যাচার একটু সহ্য করিতে হইবে বৈ কি। বিশেষ স্ত্রীলোক সহজেই বুদ্ধিহীন। নির্ব্বুদ্ধিতাবশে তাহারা যদি একটু আধটু অন্যায় করে, সেই অন্যায়ের প্রতিদান স্বরূপ যে পুরুষকেও সেইরূপ অন্যায় করিতে হইবে, এরূপ কোনও বিধিনিয়মের কথা শাস্ত্রে লেখা নাই। সত্যকিঙ্করের বিচার কৌশলে দুলালচন্দ্র ও নিত্যকিঙ্কর পরাস্থ হইয়া অপ্রতিভ হইল। নিতাইচরণ অকৃত্রিম বন্ধুর সহানুভূতিতে নিরাশার অন্ধকারে আলোকরেখা দেখিতে পাইল।

এ সকল কথাবার্ত্তা রূপান্তরিত হইয়া হালদার বংশের অন্দর মহলেও যে না পৌছিল, এমন নহে। তাহা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী ও সত্যবতী ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং দুলালচন্দ্রের স্ত্রী কাদম্বিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কাদম্বিনীর হাসি দেখিয়া দুলালচন্দ্রের ভগিনী বিন্দুমতী জিজ্ঞাসা করিল—

"ছোট বৌ হাস্‌লি যে?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কাদম্বিনী অধিকতর হাসিতে লাগিল। হাসিয়া হাসিয়া যখন সে ক্লান্তিবোধ করিল, তখন বিন্দুমতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"অত হাসি কিসের লো?"

দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত মুখখানা ছুঁচ্‌পানা করিয়া কাদম্বিনী কহিল—

"আমাদের জাতের বুদ্ধি দেখে। দেখ না কেন—দিদি ত বিবাদ বিসম্বাদ ক'রে ক'রে ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে গেল—তা'তেও তা'র মান বাড়ল। আর বড়্‌ঠাকুর কোনও অপরাধ না ক'রেও অপরাধীর মত

হ'য়ে পড়েছেন। রাত্রে তিনি ঘুমুতে পর্য্যন্ত পারেন না! তাই বলছি, আমাদের জাতির বুদ্ধি খুব।"

সরলা বিন্দুমতী, তাহার ভ্রাতৃজায়ার একটী কথাও বুঝিতে পারিল না। যে বয়সে স্ত্রীলোক বুদ্ধির প্রাখর্য্যে আপনার সংসারে আপনি অশান্তি টানিয়া আনে, সে বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জীবন সর্ব্বস্ব হারাইয়া মন্দ-ভাগিনী বিন্দুমতী পিত্রালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সংসারে তাহার আর অনুরাগ নাই। কাদম্বিনীর কথা বা হাসির অর্থ বিন্দুমতী সেরূপ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া বুঝিতে পারে! কাদম্বিনী ও বিন্দুমতীর অবস্থার প্রভেদ—আকাশ আর পাতাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিতাইচরণের নবম বর্ষীয় পুত্র মানবেন্দ্রকুমার মাতুলালয়ে আসিয়া আদৌ সুখী হইতে পারিল না। সেখানে তাহার খেলার সাথী নাই, পিতামহ ও খুল্ল-পিতামহের আদর নাই, ঘাটে ঘাটে মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে দৌড়াদৌড়ি করিবার সুবিধা নাই; আছে কেবল মাতার অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় শাসন—আস্ফালন,, মাতামহ ও মাতামহীর ভ্রূকুটী; আহারাদির অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা। সুতরাং মাতুলালয় তাহার কিছুতেই ভাল লাগিল না। বালক, বালক-বুদ্ধিতেও বুঝিল, তাহার মাতুলবংশ দারিদ্র্য দোষে মর্য্যাদাহীন এবং সে কুল তাহার পিতৃকুলের মত উদার ও উজ্জ্বল নহে। মানবেন্দ্রকুমার ইহাও বুঝিল, তাহার মাতা স্নেহময়ী নহেন। স্নেহ, মমতা থাকিলে, তিনি কখনই ঝগড়া করিয়া পিত্রালয়ে আসিতেন না এবং মানবেন্দ্র-

কুমারের পিতা, পিতামহ পিতামহী, এবং অন্যান্য সকলের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিতেন না। মানবেন্দ্রকুমার কেমন একটা অজ্ঞাত শক্তিতে ইহাও বুঝিয়া লইল যে তাহার মাতামহ ও মাতামহীই এই বিবাদবুদ্ধির মূল। এবং তাহার মাতামহের উৎসাহ ও পরামর্শ দানের ফলেই তাহার জননী এতটা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

এইরূপ চিন্তার ফলে বালক মানবেন্দ্র কুমার তাহার জননী ও মাতামহ প্রভৃতির প্রতি ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। মাতুলালয় যে তাহার পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নহে, সে তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া লইল। জ্ঞানোদয় হইবার পরে সে এই প্রথম মাতুলালয়ে আসিয়াছে।

মানবেন্দ্রকুমার মাতুলালয়ে একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনেক ভাবিল, অনেক কাঁদিল। যখন তাহার চিন্তা করিবার শক্তি আর রহিল না, অথবা চিন্তানলের দাহিকা শক্তি যখন তাহাকে অস্থির করিয়া

তুলিল, তখন সে তাহার মাতার নিকটে যাইয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"মা, বাড়ী—চল।"

বিলাসবতী তখন তাহার দায়ীত্বহীন পশু প্রকৃতি পিতার সহিত কি একটা পরামর্শ করিতেছিল। পুত্রের কাতর অনুরোধ প্রথমে তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। মানবেন্দ্র কুমারের আকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনি যখন সে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল, তখন তাহার মাতামহ ঘোর বিরক্তির সহিত বলিল—

"বাহারে ছেলে—এখানে মাঠে প'ড়ে আছিস্ নাকি? আঃ গেল যা।"

মানবেন্দ্রকুমার তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত পুনরায় তাহার সেই পুরাতন স্বর তুলিয়া গৃহস্থকে অস্থির করিয়া তুলিল। বিলাসবতী, পুত্রের এবম্বিধ অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। চপেটাঘাতের সাহায্যে সে তাহার অবোধ অশান্ত ও বিদ্রোহী পুত্রকে শাসন করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু অত্যাচার প্রপীড়িত বালক যখন বিদ্রোহের নিশান তুলিয়াছে, তখন সামান্য চপেটাঘাতের ভয়ে সে আর শান্ত হইতে চাহিল না। উপর্য্যুপরি প্রহৃত অভিমান-দৃপ্ত বালক তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রকোষ্ঠান্তরে আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

মানবেন্দ্রকুমারের অনুপস্থিতিতে বিলাসবতী ও তাহার পিতার পরামর্শের বরং বিশেষ সুবিধাই হইল। মানবেন্দ্রকুমার ত আর সেখানে নাই যে পরামর্শে ব্যাঘাত জন্মাইবে।

সে পরামর্শের ফলে স্থির হইল বিলাসবতী এখন পিত্রালয়েই থাকিবে এবং নিতাইচরণ তাহাদের বাধ্য না হইলে বিলাসবতী আর সহজে পতিগৃহে পদার্পণ করিবে না। স্নেহ কাতর নিতাইচরণকে যে অচিরেই পত্নী ও পুত্রের দর্শন প্রার্থি হইয়া আসতে হইবে, সে বিষয় তাহারা একপ্রকার স্থির করিয়া লইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্তের ফলেই এই পরামর্শ।

বিলাসবতীর পিতা পক্ক কেশ হইলেও সরল পথের

পথিক নহে। সে কুটীল স্বভাবের লোক বলিয়াই তাহার আপনার সর্ব্বনাশ বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। মামলা মোকদ্দমায় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল আর কন্যার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে সে এইবার কৃতসংকল্প হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় অন্তরঙ্গ, বন্ধু বান্ধব কাহারও মুখ চাহিয়া সে কখনও কোনও কার্য্য করে নাই, আর করিতে পারিবেও না। সে চিনিয়াছে মাত্র আপনার সুখ, আপনার স্বার্থ। সে সুখ, সে স্বার্থ সাধনে চাই অর্থ। অর্থ হাতে না পাইলে সে কেমন করিয়া এই বয়সে সিম্‌লার কালাপাড় ধুতি, চীনা বাড়ীর বার্ণিস জুতা, কলপ ও তাহার আনুসঙ্গিক বিলাসিতা উপভোগ করে। সংসার প্রতিপালনের জন্য কেবল যদি তাহার অর্থের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে তাহাকে বিশেষ কোনও পাপ করিতে হইত না। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের অভাব তাহার কিছুতেই হইত না—তাহার একজন হৃদয়বান্ আত্মীয় স্বেচ্ছায় সে ভার বহন করিতে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ত

তাহার উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং অর্থ লাভের জন্য সে না করিতে পারে, এমন কার্য্যই পৃথিবীতে নাই।

বিলাসবতী অতি অল্প বয়সেই মাতৃহীনা হইয়াছিল। এখন যিনি তাহার পিতৃদেবের পদসেবার অধিকার পাইয়াছেন, তিনি বিলাসবতীর বিমাতা। বিপত্নীক যে দ্বিতীয়বার সপত্নীক হইল, তাহা কোন্ কর্ত্তব্যের অনুরোধে—তাহার বিচার করিয়াও অনেকে স্থির করিতে পারে নাই। তাহার আলোচনা করিয়াও এ আখ্যায়িকার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং তাহার আলোচনাও আপাততঃ নিষ্ফল।

সে যাহা হউক, পিতা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিলেও বিলাসবতীর কোনও উপকার হইল না। বরং তাহার অপকারই হইল। সৎশিক্ষা সে কাহারও নিকট পাইল না। সে যাহা শিখিল, তাহা মন্দ; তাহার যাহা লাভ হইল, তাহা পরিবর্জ্জনীয়।

বিলাসবতীর বিমাতা যে নিতান্ত মন্দ প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে

তাহাকে তাহার দুর্দ্দান্ত স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিতে হইত—তাহার মতের পরিপোষণ না করিলে দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হইলেও গৃহিণীর আর পরিত্রাণ নাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বিলাসবতীর বিমাতা কাহারও সহিত কোমল ব্যবহার করিবার অবসর পাইত না। তাহার উপর সে বিলাসবতীর বিমাতা। বিমাতা কে কোথায় আবার সহজে সপত্নী পুত্র বা কন্যার প্রতি স্নেহ ধারা বর্ষণ করে? সুতরাং বিলাসবতী শৈশবে ও কৈশোরে কাহারও নিকট শিক্ষাও পাইল না আর আদরও পাইল না। সে অবস্থায় বিলাসবতীর স্বভাব যে কিরূপ হওয়া সম্ভব, তাহা সহজেই অনুজ্ঞেয়।

বিলাসবতী বিবাহযোগ্যা হইলে ঘটকের অনেক মুন্সীয়ানার ফলে সে হালদার বংশের কুললক্ষ্মী হইল। পিতার সংসারে যে কুশিক্ষা বীজ তাহার কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল, শ্বশুরের সংসারে আসিয়া তাহা বিষবৃক্ষে পরিণত হইল। বীজ তখন মহীরুহ হইয়াছে। দুইটী সন্তানের মাতা হইয়াও বিলাসবতী তাহার স্বভাব

বদ্‌লাইতে পারিল না—আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান তাহার কিছুতেই হইল না। খুল্ল শ্বশুরের উদারতায় ও স্নেহ প্রবণতায় বিলাসবতীর প্রকৃতিগত দোষ অনেকটা ঢাকা পড়িল বটে, কিন্তু নিজ বুদ্ধি দোষে এবং পিতার স্বার্থ প্রণোদিত পরামর্শে ও প্ররোচনায় তাহার সকল মঙ্গল অমঙ্গলে পরিণত হইল। দেবতার ইচ্ছা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিত্যকিঙ্কর কেবল যে পরনিন্দুক ও পরস্ত্রীকাতর তাহা নহে—সে সুরাপায়ী ও অব্যবস্থিত চিত্ত। সুতরাং সকল কার্য্যেই সে পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। সেইরূপ একটা কাণ্ড নিত্যকিঙ্কর একদিন ঘটাইয়া বসিল।

সুরাদেবীর আরাধনা করিয়া নিত্যকিঙ্কর শয়ন মন্দিরে আসিয়া দেখিল, তাহার পত্নী নয়নতারা ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে এবং তাহার পার্শ্বে একটা অনাদৃত মার্জ্জার সুখাসনে উপবেশন করিয়া নিত্য-কিঙ্করের আহার্য্য গুলির সদ্ব্যবহার করিতেছে। মার্জ্জার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণের ঘটা দেখিয়া নিত্যকিঙ্কর দারুণ ক্রোধান্বিত হইল। মার্জ্জার প্রভু তখনও তাহার সুখাসন ত্যাগ করে নাই। নবাগত নিত্যকিঙ্কর তাহার উপর অন্যায় আচরণ করিতে পারে, ইহা মনে করিয়া

বিড়াল মহাশয় শঙ্কিত চিত্তে নবাগতের দিকে চাহিতেছিল এবং পলায়নের পথে অগ্রসর হইতেছিল। লোভবশতঃ কিন্তু মার্জ্জার মহাশয় সে স্থান কিছুতেই ছাড়িতে পারিতেছিল না। তবে নিত্যকিঙ্করের হস্তস্থিত যষ্ঠীখণ্ড যখন প্রবল ভাবে দুলিয়া উঠিল, তখন মার্জ্জার প্রভুকে অবশ্য পুচ্ছ তুলিয়া স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

তখন নিত্যকিঙ্কর টলিতে টলিতে নয়নতারার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কহিল—

"বাহারে আমার পতিব্রতা!"

এ ব্যঙ্গের অর্থ ছিল। নিত্যকিঙ্করের বাটী ফিরিতে প্রতিদিনই রাত্রি অধিক হয়। সেই কারণে পতির আহার্য্য রক্ষার ভার নয়নতারা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে। পতিব্রতা পত্নী সে ভার গ্রহণ করা অবধি কখনও তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে নাই। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সে রাত্রিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই অবসরে অনাহুত মার্জ্জার রাজ দুগ্ধ ও মৎস্যাদির লোভে আকৃষ্ট হইয়া অত্যাচারী মদ্যপ গৃহস্বামীর গৃহে তস্করতা করিতে

সাহস করিয়াছে। আহারীয় দ্রব্যাদি অবশ্য উত্তমরূপেই আবৃত ছিল। কিন্তু মৎস্যলোভী চোরচূড়ামণি সে আচরণ, কৌশলে সরাইয়া দিয়া আপন কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে। এই অপরাধে প্রাণহীন পতি, পতিপ্রাণা পত্নীর কেশাকর্ষণ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল—

"বাহারে আমার পতিব্রতা।"

আরও দুই চারিটা অসাধু বাক্য প্রয়োগ করিতেও মাতাল নিত্যকিঙ্কর দ্বিধা বোধ করে নাই। সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া লেখনী কলুষিত করিবার আবশ্যক নাই।

গৃহস্বামীর আস্ফালন দেখিয়া প্রহার ভয়ে ভীত মার্জ্জারটী যখন গৃহের বাহিরে পলায়ন করিবার জন্য লম্ফ প্রদান করে, সেই সময়ে কাংস্য ও পিত্তলের থালা বাটী প্রভৃতি পড়িয়া যায়। তৈজসাদির পতন শব্দে নয়নতারার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে নয়নতারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া যখন তাহার পতিদেবতাকে সম্মুখে দেখিল এবং মার্জ্জার ভক্ষিত আহার্য্য দ্রব্যাদির প্রত্যক্ষ

করিল, তখন সে স্বীয় অপরাধ জনিত লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া নতদৃষ্টিতে স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার স্বামী যে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, সে কথা নয়নতারা আদৌ জানিতে পারে নাই। কেশাকর্ষণজনিত যে ব্যথা লাগা সম্ভব, সে ব্যথা নয়নতারা অবশ্য অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু নিদ্রাঘোরে সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। নয়নতারা স্বপ্নঘোরেই ভাবিয়াছিল, সে ব্যথা বুঝি দুঃস্বপ্নের একটা অঙ্গ। জাগরিতা হইয়াও নয়নতারা সে ব্যথা বিশেষ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু সে অনুভূতির দিকে তাহার তেমন লক্ষ্য ছিলনা। আহারে বঞ্চিত পতিদেবতার কথা ভাবিয়াই সে মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইতেছিল!

সুরাপানে বিকৃত ভাবাপন্ন নিত্যকিঙ্কর কিন্তু নয়নতারার সে ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে ভাবিল, তাহার পত্নীর মৌনাবলম্বন তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা প্রদর্শনের একটা লক্ষণ। সে কথা তাহার মনে উদিত হইতেই নিত্যকিঙ্কর অধিকতর ক্রোধপরায়ণ হইয়া

নয়নতারাকে অধিকতর উৎপীড়িতা করিতে লাগিল। তাহাতেও নয়নতারার বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না।

নয়নতারার মৌনাবলম্বন নিত্যকিঙ্করের পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া নিত্যকিঙ্কর কহিল—

"আরে পামরী চামরী, তুই কি আমায় কাপুরুষ নিতাই দাদা পেলি নাকি? দ্যাখ্‌ তবে আজ কি কাণ্ডটাই করি।"

নয়নতারা এরূপ উৎপীড়ন, অত্যাচারে বহুকাল যাবতই অভ্যস্থা ছিল। কিন্তু সে রাত্রির নিগ্রহ নির্য্যাতনের মাত্রা কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যথিতা মর্ম্মপীড়িতার মুখ হইতে তথাপি একটী রূঢ় বাক্যও নির্গত হইল না। কেবল সে ছিন্ন কদলী বৃক্ষবৎ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্যই সে স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ক্রোধোন্মত্ত স্বামী, পত্নীর আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করিল—পদাঘাতে। স্বামী দেবতার পদাঘাত

পত্নী ধারণ করিল আপন হৃদয়ে। তাহাতে অবশ্য তাহাকে সংজ্ঞা হারাইতে হইল। রুধির ধারায় ভূমিতল ও নয়নতারার পরিধেয় বস্ত্র কলঙ্কিত হইয়া গেল। পশুর অধম নিত্যকিঙ্কর তখন আর সে স্থানে নাই। বীর পুরুষ, গৃহে রক্তের স্রোত দেখিয়া তখন ছুটিয়া পলাইল। রায় বাটীর একজন দাসী, নিত্যকিঙ্করের নিষ্ঠুর কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া সুপ্ত গৃহস্থকে জাগাইয়া তুলিল। গভীর নিশীথে রায় বাটীতে একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া গেল। নয়নতারা তখনও শবাকারে পড়িয়া আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিলাসবতী তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার পর দীননাথের সংসারে অনেকটা শান্তি স্থখ আসিল। বিলাসবতীর অনুপস্থিতিতে অনেকেই সন্তুষ্ট হইল এবং অনেককেই বলিতে শুনা গেল যে, তাহাদের হাড় জুড়াইয়াছে এবং বড় বৌ যদি আর সে সংসারে না ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সংসারের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

কিন্তু নিতাইচরণ তাঁহাতে মুখ ভার করিল। মুখে অবশ্য সে কিছুই বলিল না; কিন্তু আহারাদি বিষয়ে তাহার ঔদাসীন্য এবং উদ্বেগের অন্যান্য লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া সে সংসারের অনেকেই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল—বিশেষ প্রিয়নাথ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নিতাইচরণকে স্থখী করা যায় এবং সংসারের অন্যান্য সকলেও স্থখী

হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও বৃদ্ধ প্রিয়নাথ সেরূপ কোনও উপায় নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রিয়নাথ অধিকতর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

নিতাইচরণের মানসিক অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ তাহা ক্রমে ক্রমে সকলেই বুঝিতে পারিল। নির্জ্জনে থাকিতেই নিতাইচরণ এখন ভালবাসে। হাস্য পরিহাসপ্রিয় নিতাইচরণ এক্ষণে অল্পভাষী হইয়া পড়িয়াছে। তাহা দেখিয়া সত্যকিঙ্করের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সে নিতাইচরণকে অনেক বুঝাইল; দুলালচন্দ্র বিরক্ত হইলেও দাদাকে অনেক শান্তনার কথা বলিল; বিন্দুমতী অনেক অনুনয় বিনয়, অনুরোধ, উপরোধ করিল; শ্যামাসুন্দরী ও সত্যবতী অনেক মিষ্টকথা বলিয়া নিতাই-চরণকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন; দীননাথ ও প্রিয়নাথ নিতাইচরণকে প্রফুল্লিত করিতে যত্নের ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নিতাই-চরণের মনোবিকার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। সে বিকারে নিতাইচরণের বৈরাগ্যের লক্ষণও কতকটা

দেখা গিয়াছিল। তবে মানবেন্দ্রকুমার ও জ্যোৎস্না-মুখীর আকর্ষণী শক্তি তাহাকে কিছুতেই বৈরাগ্য পথের পথিক হইতে দিল না। বিলাসবতীর অসীম রূপরাশিও যে বৈরাগ্য পথে নিতাইচরণকে বাধা প্রদান করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? নিতাইচরণ, বিলাসবতীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য লাঞ্ছিত, অবমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছে অনেক। কিন্তু তথাপি সে বিলাস-বতীকে ভুলিতে পারে নাই। তাহাকে ত্যাগ করিতেও নিতাইচরণ কিছুতেই পারে নাই অথবা সে কল্পনাও তাহার মনের মধ্যে উদিত হয় নাই।

সংসারে বীতরাগ হউক আর না হউক, নিতাই-চরণের মনের অশান্তি কিন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। অশান্তি ভার বহন করিয়া নিতাইচরণ কিছু-কালের জন্য কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। দুশ্চিন্তাভারে তাহার অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িতে লাগিল। নিতাইচরণ এখন রুগ্ন। বিলাসবতী পিত্রালয়ে বসিয়া সে কথা শুনিল। কিন্তু সে শ্বশুরালয়ে আসিলও

না আর তাহাকে আনিবার জন্য কেহ লোক জনও পাঠাইল না।

সংসারের যখন এইরূপ অবস্থা, কাদম্বিনী নির্জ্জনে গৃহকোণে বসিয়া আন মনে আপনি হাসিতে লাগিল। বিলাসবতীর উপর কাদম্বিনীর বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ। এ ঘৃণা ও ক্রোধের একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে।

বিলাসবতী স্বভাবতঃই দাম্ভিকা স্ত্রীলোক। তাহার দাম্ভিকতার জন্য কাদম্বিনীর বিবাহ কালে কাদম্বিনীর পিতৃকুলকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ফুলশয্যার রাত্রে কাদম্বিনীর পিত্রালয় হইতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আসিয়াছিল, তাহা অনেকের মতে অপ্রচুর বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। নানা বিশেষণ সাহায্যে বিলাসবতী তাহা শ্বশ্রূঠাকুরাণী-দ্বয়ের নিকট বিবৃত করে এবং সে সকল দ্রব্যাদি যাহাতে ফেরৎ দেওয়া হয় সে বিষয়েও বিলাসবতী বিধিমত চেষ্টা করে। বিলাসবতীর চেষ্টার অভীষ্ট ফলও প্রায় ফলিয়াছিল। কিন্তু হালদার কর্ত্তাদিগের সুবিবেচনার ফলে

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হইতে পারে নাই। তবে দ্রব্যাদি বাহকেরা যে বাটীর স্ত্রীলোকগণের হস্তে অযথা লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে।

নববধূ এ ব্যাপারটা কতকটা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল এবং কতকটা পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়া দাসদাসী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট শুনিয়াছিল। কাদম্বিনীর পিত্রালয়ে যে সকল রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাহা অবশ্য অতিরঞ্জিত। সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণে সে কলঙ্ক কাহিনীটা ভীষণ ভাবই ধারণ করিয়াছিল। পিত্রালয়ের কলঙ্ক গাথা শুনিয়া এবং অগৌরব দেখিয়া কাদম্বিনী দারুণ মর্ম্মাহত হইল। সে ব্যথা, সে বেদনা কাদম্বিনী কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। বিলাসবতীর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার কশাঘাতে কাদম্বিনীর হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। কালের শীতল প্রলেপে ক্ষত আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু ক্ষত চিহ্ন রহিয়া গেল।

তাহার পর কাদম্বিনী শ্বশুরালয়ে যাইয়া বসবাস করিতে লাগিল। কিছুকাল বসবাসের পর আধিপত্যে

যখন কাদম্বিনীর কতকটা অধিকার জন্মিল, তখন প্রতিহিংসা পরায়ণা কাদম্বিনী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বিলাসবতী কিন্তু সে ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। কাদম্বিনী তাহা কিছুতেই জানিতে দেয় নাই।

বিলাসবতীর বুদ্ধি কিছু স্থূল। প্রচণ্ড স্বভাব বলিয়াই হউক আর দাম্ভিকতা বশতই হউক, কোনও বিষয় তলাইয়া বুঝিবার শক্তি তাহার আদৌ ছিল না। যদি কেহ বলিত, বায়স তাহার কাণ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, সে বায়সের পশ্চাতে ছুটিতে বিলম্ব করিত না। মোটকথা—বুদ্ধি বিবেচনা তাহার আদৌ নাই। অথচ দুষ্টবুদ্ধি তাহার ষোল আনার উপর আঠার আনা আছে। খোস খেয়াল ও হুজুগপ্রিয়তা তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। এরূপ স্থলে, তাহার নাসিকাগ্রভাগে রজ্জু বাঁধিয়া কেহ যদি তাহাকে নাচাইত, সে তাহাতে কোনও রূপ আপত্তি করিত না। তাহার আপত্তি ছিল কেবল কর্ত্তব্য পালনে। কর্ত্তব্য পালন ও মর্য্যাদা রক্ষা যে

একটা ধর্ম্ম, সে বিশ্বাস তাহার আদৌ ছিল না এবং সে কথা সে মনে করিতেও পারিত না।

বুদ্ধিমতী কাদম্বিনী অভিনয় চাতুরীর গুণে সেই রজ্জু ধারণ করিয়া বিলাসবতীকে নাচাইতে লাগিল। সে চাতুরী, বিলাসবতী ত বুঝিতে পারিলই না পরন্তু বাটীর অন্য কেহও সে চাতুরীর কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না। অভিনয় ব্যাপারে কাদম্বিনী সিদ্ধি লাভ করিল। তাহার ফলে বিলাসবতীর সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। সকলে বুঝিল, বিলাসবতী সে সংসারের কণ্টক আর কাদম্বিনী দেবী-বিশেষ। বিলাসবতী, কাদম্বিনীর সে প্রশংসা শুনিয়া ঈর্ষান্বিতা হইলেও কাদম্বিনীর চাটুবাক্য ও মৌখিক সহানুভূতিতে গলিয়া যাইয়া তাহার বিরুদ্ধা-চরণ করিতে ইচ্ছাও করিল না আর তাহার সাহসও হইল না।

লোক চরিত্র বুঝিবার শক্তি প্রিয়নাথের কিন্তু যথেষ্ট ছিল। চতুরা কাদম্বিনীর চাতুরী বুঝিতে প্রিয়নাথের অবশ্য কিছু বিলম্ব হইল। কারণ কাদম্বিনী.

কুলের কুলবধূ। কোনও গুরুজনই কুলবধূর "সয়তানী" বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেনা। বিশেষ যাঁহারা প্রিয়নাথ প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ত কথাই নাই।

প্রিয়নাথ, বধূমাতার আচরণ দেখিয়া প্রথমে চক্ষুকে অবিশ্বাস করিলেন, তাহার পর তিনি কর্ণকেও অবিশ্বাস করিলেন। বধূমাতার অনেক কার্য্যাকার্য্যই বৃদ্ধের শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তথাপি প্রিয়নাথ মনে করিতে লাগিলেন—তাহা চক্ষু কর্ণের ভুল। সে ভুল ভাঙ্গিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না আর চক্ষুলজ্জা বশতঃ বধূমাতাকে তিনি শাসন করিতেও পারিলেন না। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কুলবধূর কুলনাশানুরাগের সন্ধান পাইয়া সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। হৃদয়ের ব্যথা তাহার হৃদয়েই রহিয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ্যানিমিয়া রোগে তিনি দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রবল চিন্তাভারে তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাহার ফলে পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি সংসার সিন্ধুর পরপারে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে অতি কাতর দীননাথকে শয্যাগ্রহণ করিতেই হইল। একপক্ষের মধ্যে দীননাথও সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের মত নিদারুণ শোকভারে দীননাথের হৃদযন্ত্র বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে।

সে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হালদারদের সংসারে হইল কি?—সর্ব্বনাশ। হাহাকারে ক্ষীরপুকুর গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল ক্ষীরপুকুর গ্রামে দুইটী ইন্দ্রপাত একসঙ্গে হইয়াছে। একি দৈব দুর্ব্বিপাক বিধাতার—একি বিড়ম্বনা!

দশম পরিচ্ছেদ

নিত্যকিঙ্কর সেই যে রাত্রে নয়নতারার উপর দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাই তাহার পক্ষে কাল হইল। চিকিৎসা পরিচর্য্যাগুণে নয়নতারা সে যাত্রা রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু নিদারুণ পদাঘাত ও অকস্মাৎ পতনজনিত বেদনায় চিরজীবনের জন্য সে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইল।

নরকুলগ্লানি নিত্যকিঙ্কর স্বীয় পত্নীকে পদাঘাত করিয়া যখন বুঝিল, ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার মদের নেশা ছুটিয়া গেল। গৃহ হইতে পলায়ন করা ভিন্ন নিত্যকিঙ্করের তখন আর কোনও উপায় রহিল না। তাহার পতিত্ব ও মনুষ্যত্বের দায়ী ও দায়ীত্বের পরাকাষ্ঠা সে এমনই প্রকাশ করিল যে সদানন্দ প্রকৃতি সত্যকিঙ্কর পর্য্যন্ত তাহাতে বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। বিরক্ত হইয়া সত্যকিঙ্কর

মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিল—সে প্রতিজ্ঞার কথা তখন সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

লোক পরম্পরায় নিত্যকিঙ্কর যখন শুনিল, নয়নতারা এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, তাহার আর মৃত্যু ভয় নাই, তখন নিত্যকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইল—ভাবিল, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবার ভয় তাহার আর নাই। সে তখন দুই একদিন এদিক ওদিক করিয়া, দুই একদিন "উঁকি ঝুঁকি" মারিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও নয়নতারা শয্যাগতা। তাহার স্বামী যে তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাকে প্রহার করিয়াছে, এ কথা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে কেহ বাহির করিতে পারিল না। সে বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে সে বলিয়া থাকে, অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া তাহার আঘাত লাগিয়াছে। সে আঘাত অতি সামান্য—তাহার জন্য কাহারও উৎকণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

নয়নতারার এই ওকালতীতে তাহার স্বামীর

নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইতে পারিত বটে ; কিন্তু রায়বাটীর এক দাসী তাহাতে বাদ সাধিল। নিত্যকিঙ্করের অত্যাচার দাসী স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। তাহার উপর কোনও বিশেষ কারণে দাসী নিত্যকিঙ্করের উপর তুষ্ট ছিল না। দাসীই নিত্যকিঙ্করের সকল গুণের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সমস্ত কথা শ্রবণান্তর অক্রোধী সত্যকিঙ্করের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। সে নিত্যকিঙ্করকে ডাকাইয়া দৃঢ়তার সহিত কহিল—

"দেখ নেত্য, আমি সকল উৎপাত সহ্য কর্‌তে পারি আর করেও আস্‌ছি। কিন্তু স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলাটা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারি না—ক'রবও না। বিশেষ কুলবধূর উপর। অতএব ভাই, আমার দ্বারা আর হ'ল না। তোমার সংসার তুমি দেখ ভাই—তোমার কথায় আর আমি থাক্‌তে ইচ্ছা করি না। কোন্ দিন্ তুমি কি আমায় খুনের দায়ে ফেল্‌বে ?"

নিত্যকিঙ্কর নানাপ্রকারে সত্যকিঙ্করকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে স্ত্রীলোকের অঙ্গে "হাত তোলাটা" খুবই

অন্যায় এবং সে কার্য্য তাহার দ্বারা কখনই হইতে পারে না। তবে এমন হইতে পারে যে ঘটনার রাত্রে ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং সেই কারণে সম্ভবতঃ নিত্যকিঙ্করের একখানা চরণ হঠাৎ কেমন স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল! আর নয়নতারা যে ভূপতিতা হইয়াছিল, তাহার কারণও বোধ হয় ঐ ভূমিকম্প। যদিও পৃথিবীর কোনও অংশের লোকই সে রাত্রের ভূমিকম্পের কথা অবগত নহে—কারণ তখন সকলেই প্রায় নিদ্রিত ছিল - তথাপি নিত্যকিঙ্কর শপথ করিয়া বলিতে লাগিল যে এরূপ ভীষণ ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ভূমিকম্পের ফলে নয়নতারার চরণযুগলও নিত্যকিঙ্করের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। তবে সে পুরুষ মানুষ, সেই জন্যই সে পড়িয়া যায় নাই; আর নয়নতারা দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক—সেই কারণেই তাহার পতন ও মূর্চ্ছা হইয়াছে। তাহা যে নিতান্তই দৈব দুর্ব্বিপাক এবং তাহার উপর যে নিত্যকিঙ্করের হাত নাই, সে কথা প্রমাণ করিতে নিত্যকিঙ্কর অশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু সত্য-

কিঙ্কর সে কথা কিছুতেই বুঝিল না—বুঝিতে চাহিল না। সত্যকিঙ্করের কথা—এক সংসারে থাকিয়া স্ত্রী হত্যা সে দেখিবেও না আর সে পাপের অংশ গ্রহণ করিতেও সে আদৌ প্রস্তুত নহে। লোকাপবাদের ভয়ও সত্যকিঙ্করের যথেষ্ট আছে; সেরূপ স্থলে সত্যকিঙ্কর কেমন করিয়া নিত্যকিঙ্করের সহিত এক সংসারে বাস করে। সে কথাও সত্যকিঙ্কর স্পষ্ট করিয়া নিত্যকিঙ্করকে বলিল এবং একান্ন-বর্ত্তী পরিবারে বাস করা তাহার পক্ষে যে একবারেই অসম্ভব, তাহা বলিতেও সত্যকিঙ্কর পশ্চাৎপদ হইল না।

গোল বাধিল ঐখানে আর ঐ কথায়। সত্যকিঙ্কর, ভিন্ন সংসার পাতিলে নিত্যকিঙ্করের যে অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইবে, সে কথা নিত্যকিঙ্কর বিলক্ষণ বুঝিত। সেই কারণেই নিত্যকিঙ্কর নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করিল। কিন্তু সে সকল যুক্তি তর্কে সত্যকিঙ্কর কর্ণপাতও করিল না। তবে সত্যকিঙ্কর এইমাত্র নিত্যকিঙ্করকে আশা দিল যে সে নিত্যকিঙ্করকে মাসিক সাহায্য কিছু কিছু করিবে—তাহার অধিক সে আর কিছুই করিতে পারিবে না।

নিত্যকিঙ্কর কখনও মনে করিতে পারে নাই যে তাহার অগ্রজ তাহাকে পৃথক করিয়া দিবে। যাহা একদিন তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল।

নিত্যকিঙ্কর, সত্যকিঙ্করের চরণ ধারণ করিয়া অনেক কাঁদিল, অনেক অনুনয় বিনয় অনুরোধ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সত্যকিঙ্কর অটল অচল। কিছুতেই সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না। যাহাদের সহজে ক্রোধ হয় না, যাহারা সহজে প্রতিজ্ঞা করে না, তাহাদের ক্রোধ হইলে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাদের ক্রোধ সহজে শান্ত হয় না, তাহাদের প্রতিজ্ঞা সহজে ভঙ্গ হয় না। অক্রোধী সত্যকিঙ্করের ক্রোধ হইয়াছিল নানা কারণে। সে ক্রোধের উপশম আর কিছুতেই হইল না। ভিন্ন সংসারের ব্যবস্থাই তাহার মতে সমীচীন বোধ হইল। সেই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল।

নিত্যকিঙ্কর সত্যকিঙ্করের নিকট যখন তিরস্কৃত হইল, যখন সে বিফল মনোরথ হইল, তখন নয়নতারার

উপর তাহার সাতিশয় ক্রোধ হইল। নয়নতারা যদি রোগ শয্যায় শয়ন না করিত, সে যদি পদাঘাত খাইয়াও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে ত আর এমন কাণ্ডটা হইত না। সুতরাং নয়ন-তারার উপর নিত্যকিঙ্করের ক্রোধের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধ হইল তাহার—নিতাইচরণের উপর। নিত্যকিঙ্করের বিশ্বাস, নিতাই-চরণ আপনি শান্তিহারা হইয়া অন্যের সংসারে অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিতাইচরণ, সত্যকিঙ্করের আশৈশব অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেই কারণেই নিত্যকিঙ্কর ভাবিল—ভাবিয়া স্থির করিল—যে নিতাই-চরণ তাহার বিরোধী, সেই নিতাইচরণ বন্ধুত্বের শক্তিতে ভ্রাতৃবিরোধানলের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে যে জব্দ করিবার চেষ্টা করিবে—সেটা আর বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি! নিতাইচরণ এ সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই জানিত না। সে তাহার আপনার ব্যাপার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। অথচ

নিত্যকিঙ্কর কল্পনা শক্তি প্রভাবে নিতাইচরণকে একজন প্রবল শত্রু বলিয়া স্থির করিল এবং তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের পথও অন্বেষণ করিতে লাগিল।

হায় মানব, অসার কল্পনাই তোমার সর্ব্বনাশের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তবুও ত তুমি সে পথ ছাড়িবে না, কল্পনার আশ্রয় ত্যাগ করিবে না! কি রহস্য!

একাদশ পরিচ্ছেদ

দীননাথ ও প্রিয়নাথের দেহত্যাগের পর বিলাসবতী অবশ্য আর পিত্রালয়ে থাকিতে পারিল না—শ্বশুরালয়েই তাহাকে আসিতে হইল। ইহার দুইটী কারণ। প্রথম কারণ, অশৌচাবস্থায় পিত্রালয়ে অবস্থান করা বিলাসবতীর পক্ষে অশোভন। এ সময়ে কোনও হিন্দুনারীই পিত্রালয়ে থাকে না—থাকা উচিত নহে।

দ্বিতীয় কারণ—বিলাসবতীর পিতার সহিত বিলাসবতীর মতদ্বৈধ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পিতা ও কন্যার মধ্যে দারুণ কলহ বিবাদের সূত্রপাত হইল। সুতরাং বিলাসবতীকে শ্বশুরালয়েই আসিতেই হইল। বিনা আহ্বানেই সে শ্বশুর বাড়ীতে আসিল। অবস্থা বিশেষের সুযোগে সে আগমন লাঞ্ছনা ও অগৌরবের না হইয়া প্রশংসায় পরিণত হইল।

বিলাসবতী ও মানবেন্দ্রকুমারকে দেখিয়া শ্যামা-

সুন্দরী ও সত্যবতীর শোক প্রবাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। বিলাসবতী অনেক কাঁদিল, অনেক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিল। অশ্রু প্রবাহে অতীতের মনোমালিন্য, জ্বালা যন্ত্রণা সব ভাসিয়া গেল। কুলবধু আবার কুল-গৌরবে গৌরবান্বিতা হইল।

বিলাসবতীর প্রত্যাগমন সম্বন্ধে নিতাইচরণ কি বলিবে, কি করিবে, সেই কথা লইয়া দুই পাঁচজনের মধ্যে একটু আধটু জল্পনা চলিতে লাগিল। কিন্তু সে ব্যাপারের মীমাংসা অত্যল্প কালের মধ্যেই হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই নিতাইচরণের অবশ্য ইচ্ছা ছিল যে বিলাস-বতী এই দণ্ডেই ফিরিয়া আসুক। নিতাইচরণ স্বয়ং শ্বশুরালয়ে যাইয়া আপন স্ত্রী ও পুত্রকে লইয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কোন লজ্জায় পড়িয়া সে কার্য্য সে করিতে পারে নাই। বিলাসবতী যখন আপনি আসিয়া নিতাইচরণের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন নিতাইচরণ মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মুখে সে কথা আদৌ প্রকাশ করিল না—খুব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

বিলাসবতী ঠেকিয়া কিছু শিখিয়াছিল। সে অশ্রুসিক্তা নয়নে স্বামীর চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। নিতাইচরণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। নিতাইচরণের নয়নেও অশ্রু ঝরিল। অশৌচাবস্থায় না থাকিলে প্রেমিকবর নিতাইচরণ হয়ত প্রেমের নানা অভিনয় করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। যাহা হউক সে এক কথায় বিলাসবতীর সকল ত্রুটী, সকল অপরাধ ক্ষমা করিল। সে কথা—ক্ষমা করার সংবাদ—যখন দুলালচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল, দুলালচন্দ্র কহিল—"দাদা স্ত্রৈণ, কাপুরুষ।" নিত্যকিঙ্কর এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। দুলালচন্দ্রের সহিত নিত্যকিঙ্করের এখন খুব "মিল মিশ" হইয়াছে। কে জানে কাহার মনে কি অভিপ্রায় আছে।

বিলাসবতীর প্রত্যাগমন এবং সসম্মানে স্বামী গৃহে তাহার আশ্রয় লাভ কিছুতেই কাদম্বিনীর ভাল লাগিল না। কৌশল করিয়া বিন্দুমতী, জ্যোৎস্নামুখী, এমন কি মানবেন্দ্রকুমারের সম্মুখেও সে এখন হইতে নিন্দাবাদ

করিতে আরম্ভ করিল। দুলালচন্দ্রের নিকটেও সে কৌশল জাল, কাদম্বিনী বিস্তার করিয়াছিল। তবে দুলালচন্দ্র সে সকল কথা বড় একটা কাণে তুলিল না। কিন্তু পত্নীর কৌশলবাণীর মধুর ঝঙ্কার তাহার কাণে কতকটা রহিয়া গেল। দুলালচন্দ্র মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল—অশৌচান্তে সকল বিষয়ের সে একটা সুমীমাংসা ও সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবে।

কাদম্বিনী এইবার স্থির করিল, বিন্দুমতীকে দিয়া সে স্বকার্য্য সাধন করিবে। বিন্দুমতীকে নির্জ্জনে পাইয়া কাদম্বিনী তাহাকে অনেক কথা বলিল। তাহার উত্তরে বিন্দুমতী, কাদম্বিনীকে কহিল—

"দেখ, ছোট বৌ আর ও সকল কথা না তোলাই ভাল। সংসার করতে গেলে অনেক কাণ্ডই হ'য়ে থাকে। তা ধর্‌লে কি আর সংসার করা চলে ব'ন?"

কাদম্বিনী হা হুতাস করিয়া কহিল—'আমার কি সাধ ঠাকুরঝি যে বড়দি' আমাদের পর হ'য়ে যায়। কিন্তু সকলকে উনি যে জ্বালায় জালিয়েছেন, তা আর ভুলি

কেমন করে বল? যা'ক্, কর্ত্তারা যেমন বুঝ্‌বেন, তেম্‌নি কর্‌বেন। আমাদের ও সকল কথায় কায কি ঠাকুরঝি? মোট কথা কিন্তু বড়দি লোকটী খুব সোজা নয়—এ কথা আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি।"

জ্যোৎস্নামুখী সেই সময়ে সেই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছিল। মানবেন্দ্রকুমারও তাহার সঙ্গে ছিল। জ্যোৎস্নামুখী,—তাহার কাকীমাতার কথাগুলি একান্ত মনঃসংযোগের সহিত শুনিল এবং পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। মানবেন্দ্রকুমার তাহার দিদির সঙ্গে আর গেল না। সে সেইখানে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—মানুষ জন্মায় কেন, না জন্মাইলে ত এত জ্বালা সহিতে হয় না। মাতার অনাদরে, পিতার ঔদাসীন্যে, আত্মীয় স্বজনের অবহেলায় বালক মানবেন্দ্রকুমারের হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। কে বলিতে পারে, বালক হইলেও মানবেন্দ্রকুমার সেই কারণেই এইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না!

যাহা হউক, বিন্দুমতী বুঝিল—ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। সে ভাবিল—অশৌচান্তে সকল কথা সে বড়দা, ছোড়দা, ও জেঠাইমার নিকট বলিবে। কিন্তু কাহারও নিকটে কোনও কথাই তাহার বলা হইল না। ভয়, লজ্জা ও শিষ্টাচার তাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ বাধা দিল। কাহারও বিরুদ্ধেই সে কোনও কথা কহিতে পারিল না। আর কৌশলময়ী কাদম্বিনীও তাহাকে কাহারও নিকট কোনও কথা বলিবার অবসর দিল না। বিন্দুমতী ভাবিল—কাহারও কথা কাহাকেও না বলাই শ্রেয়স্কর। যাহার যাহা ইচ্ছা অবাধে তাহাই করুক—অভাগিনী বিন্দুমতী তাহার উপর কথা কহিয়া আর অগ্নির ইন্ধন যোগায় কেন?

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল—নির্দ্দিষ্ট দিবসে দীননাথ ও প্রিয়নাথের শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রাদ্ধ একটু সমারোহেই হইয়াছিল। তাহার জন্য নিতাইচরণকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। দুলালচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম নহে—সে অর্থ পাইবে কোথায়?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অশৌচান্তে দারুণ বিপদাপন্ন হইল দুলালচন্দ্র। কাদম্বিনী, বিলাসবতীর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া নানা দোষারোপ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল—সে বাটীতে বাস করা তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। নিত্যকিঙ্করও নিতাইচরণের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাপবাদ দিয়া দুলালচন্দ্রের মন ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং দুলালচন্দ্রের সমূহ বিপদ। তাহার এমন সামর্থ্য নাই যে সে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ভিন্ন সংসারে বাস করে। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে উপার্জ্জনক্ষম হইবার তাহার আর উপায় নাই। সুতরাং নিতাইচরণের প্রীতিবন্ধন ছিন্ন করেই বা সে কেমন করিয়া? দুলালচন্দ্র জ্যোৎস্নামুখীকে বিশেষতঃ কন্যাধিক স্নেহ করে। সে স্নেহই বা দুলালচন্দ্র কেমন করিয়া এত

সহজে ভুলিতে পারে? অথচ দুলালচন্দ্রের দুই দিকে দুইটা প্রবল আকর্ষণ চলিয়াছে।

অবস্থার দাস হইয়া শিক্ষাভিমানী দুলালচন্দ্র অবশেষে খল স্বভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করিল। এত দিন সে কেবল বিলাসবতীকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিত; এখন হইতে সে নিতাইচরণকেও বিষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এ বিষদৃষ্টির একটা রহস্য আছে। রহস্য এই—অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নিতাইচরণ নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করে, আর সুশিক্ষিত দুলালচন্দ্র পুস্তক-সর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পায়। তাহা দেখিয়া বিলাসবতী ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে—সে বিদ্রূপ দুলালচন্দ্র সহ্য করিবে কেন? তথাপি দুলালচন্দ্র নিতাইচরণের সহিত এক সংসারে বাস করিতে লাগিল। অর্থকষ্ট ও অন্নকষ্টের আশঙ্কাতেই তাহাকে এরূপ করিতে হইল। কাদম্বিনীও সে কথাটা বিলক্ষণ বুঝিত। কিন্তু বুঝিলে কি হয়—স্রোতের কুটা হইলে, স্রোতোমুখে তাহাকে ভাসিতেই হইবে। হিংসা দ্বেষের তাড়নায়

কাদম্বিনী অস্থির হইয়াছিল। সে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। কাদম্বিনী কিন্তু তাহার দ্বেষ হিংসার কথা কাহাকেও বুঝিতে দিল না। সে কথা বুঝিয়াছিল মাত্র প্রিয়নাথ। সংসারের অন্য কেহ তাহাকে এতাবৎকাল সন্দেহ করিবার অবসর পায় নাই।

নিতাইচরণ অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রকৃতিতে একটা উদারতা আছে। সেই উদার স্বভাবের জন্যই দুলালচন্দ্রের সহিত সে এক সংসারে বাস করিতে লাগিল। বিলাসবতীর তাহাতে মত ছিল না। কিন্তু তাহাতেও নিতাইচরণ দুলালচন্দ্রকে "পর" করিয়া দিল না। নিত্যকিঙ্করকেও সাধ্যমত সে কিছু কিছু সাহায্য করিত। তবে ডাকিনী বিলাসবতীকে সে কথা সে জানিতে দিত না।

নিত্যকিঙ্কর যদিও নিতাইচরণের নিকট সাহায্য পাইতে লাগিল, তথাপি সে নিতাইচরণের শত্রুতা করিতে নিরস্ত হইল না। নিতাইচরণের উপর তাহার ভারী রাগ। নিত্যকিঙ্কর, দুলালচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল—"নিতাই

দাদা" যে তাহাদের একটু আধটু সাহায্য করিতেছে, তাহা নিতাইদাদার একটা চাল মাত্র। দুলালচন্দ্রও ক্রমে তাহাই বুঝিতে লাগিল। নিত্যকিঙ্কর অবশেষে দুলাল-চন্দ্রকে সুযোগমত বুঝাইয়া দিল যে নিতাইদাদা একটী পুরাতন ঘটীচোর, অতএব আদৌ বিশ্বাসের পাত্র নহে।

সত্যকিঙ্কর এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল। সে একদিন নিতাইচরণকে ধরিয়া কহিল—

"তুমি একটু সাবধান হ'য়ো। নেত্য তোমার বিরুদ্ধে দুলালের কাছে অনেক কথা বল্‌ছে শুন্‌ছি। তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

নিতাইচরণ তাহাতেও সাবধান হইতে পারিল না। কারণ কোনও বিষয়ে সাবধান হওয়াটা তাহার স্বভাব নহে। সাবধানতা তাহার প্রকৃতিতে থাকিলে বিলাসবতী শ্বশুর গৃহে অতটা অবাধ্য হইতে পারিত না।

আয় ব্যয় সম্বন্ধেও সত্যকিঙ্কর একদিন নিতাইচরণের নিকট কথা পাড়িল এবং ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য

তাহাকে পরামর্শ দিল। সে পরামর্শও নিতাইচরণ অগ্রাহ্য করিল। নিতাইচরণের কথা শ্রাদ্ধাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যদিও তাহার কিছু ঋণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ঋণ পরিশোধ করা তাহার পক্ষে বিশেষ কিছু কঠিন হইবে না। নিতাইচরণ চাকুরীস্থলে খুব বড় রকমের "উপ্‌রি" পাইত। তাহাতেই তাহার এত সাহস।

নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্রের পৈত্রিক সম্পত্তি যে একেবারেই কিছু ছিল না, তাহা নহে। পৈত্রিক বাস্তুভিটা ব্যতীত তাহাদের কিছু জমী জমাও ছিল। কিন্তু তাহাতে দুইটা সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া সুকঠিন। দীননাথ ও প্রিয়নাথের শিষ্য সেবক অনেক ছিল, সেই কারণে সে সংসারে তখন অন্ন বস্ত্রের অভাব হইত না। বরং সম্পদশালী লোকের মতই তাঁহারা সংসার চালাইতেন। কিন্তু এখন ত আর দীননাথ প্রিয়নাথ নাই। কাজেই সংসারে সমস্ত বিষয়ে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। নিতাইচরণ উপায়ক্ষম বটে কিন্তু সে আয়ের টাকায় দুই তিনটা সংসার ত চলিতে পারে না। "উপ্‌রি রোজ্‌গারের"

আশায় নিতাইচরণ ঋণের উপর ঋণ করিতে লাগিল। সত্যকিঙ্কর তাহা জানিতেও পারিল না।

নিতাইচরণের ধারণা—টাকা খরচ করিতে পারিলেই সুনাম ক্রয় করিতে পারা যায়। স্ত্রৈণ নামটা ঢাকিবার জন্য নিতাইচরণ ব্যয়ের দিকটা আর হিসাবের মধ্যে ধরিল না। ভিজা কম্বল ভারী হইল। সেদিকে নিতাইচরণের লক্ষ্যই নাই।

এত করিয়াও কিন্তু নিতাইচরণ সুনাম ক্রয় করিতে পারিল না। বিলাসবতী তাহার মূলকারণ। সংসারের খরচপত্র লইয়া কাদম্বিনীর সহিত তাহার একদিন ভারী কোন্দল বাধিয়া গেল। বিলাসবতী স্পষ্ট ভাষায় কাদম্বিনীকে কহিল—তাহার স্বামীর উপার্জ্জনেই সংসার চলিতেছে। সেরূপ ক্ষেত্রে সকলকেই তাহার কথা মানিয়া চলিতে হইবে। যে তাহা না শুনিবে, সে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে পারে—তাহাতে বিলাসবতীর কোনও আপত্তি নাই।

কথাগুলা সকলেই শুনিল। সে কথা শুনিয়া দুলাল-

চন্দ্র আইন পরীক্ষা দিবার আশা ও অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হইল, আর শ্যামা-সুন্দরী ও সত্যবতী তাহাদের সামান্য সঞ্চিত স্ত্রীধন লইয়া কাশীবাসিনী হইলেন। বিন্দুমতী অবশ্য তাঁহাদের সঙ্গে গেল।

নিতাইচরণ তাঁহাদের অনেক বুঝাইলেন। তাঁহারা কোনও কথা বুঝিতেও চাহিলেন না আর নিতাইচরণের গলগ্রহও হইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অবহেলা পীড়িত মানবেন্দ্রকুমার যদিও সংসারের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিল না, তথাপি তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহাদের সংসারে একটা বিষম গোলযোগ বাধিয়াছে।

সে একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল—সংসারটা অতিশয় নিষ্ঠুর! সে সংসারের লোকের না থাকাই ভাল। সংসারে বীতশ্রদ্ধ শিশু দার্শনিক ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে যদি সংসারের কর্ত্তা হইতে পারে, তাহা হইলে এক লহমায় সংসারটাকে তাহাদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া দিয়া সে করতালি দিবে। অদ্ভুত বালকের অদ্ভুত বিচার।

দার্শনিক মানবেন্দ্রকুমার যখন এইরূপ চিন্তা ও বিচারণা করিতেছিল তখন সত্যকিঙ্করের পুত্র জীবানন্দ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে আসিয়া দার্শনিকের সমাধিভঙ্গ

করিবার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত হইল। জীবানন্দ, মানবেন্দ্রকুমারের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইলেও সে তাহার সহিত বন্ধুভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে, মানবেন্দ্রকুমারের নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব জীবানন্দকে তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে।

হালদার বাটীতে জীবানন্দের অবাধগতি। জীবানন্দ নিঃশব্দে মানবেন্দ্রকুমারের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া চিন্তামগ্ন দার্শনিকের চক্ষু দুইটী "আচ্ছা" করিয়া চাপিয়া ধরিল। চমকিত দার্শনিক অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত কহিল—

"ইস্—এটা আবার কেগো?—ইনিও সংসার নাকি?"

জীবানন্দ সে হাস্যোদ্দীপক প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না। অথবা মানবেন্দ্রকুমারের চক্ষু হইতেও হস্তাপসারিত করিল না। বালকের চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া সে অধরে অধর চাপিয়া হাসিতে লাগিল। দার্শনিক বলিল—

"ছাড়গো সংসার আমায় ছেড়ে দাও, আমার চ'খ খুলে দাও। সংসারের ত ভাল জ্বালা গা!"

জীবানন্দ তথাপি তাহার চক্ষু হইতে হাত সরাইল না। মানবেন্দ্রকুমার তখন বুঝিল—বিনয়, অনুরোধ, ক্রোধ প্রকাশ করিলেও তাহার চক্ষের আবরণ উন্মোচিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অগত্যা তাহাকে হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া অত্যাচারীকে তাহার আয়ত্তমধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে হইল। অনুভব শক্তিতে মানবেন্দ্রকুমার বুঝিল, তাহার চক্ষু যে চাপিয়া ধরিয়াছে সেটা সংসার নহে—তাহা কোনও জীবন্ত মনুষ্যের দুইখানা সবল হস্ত। মানবেন্দ্রকুমার তখন কহিল—

"ও হাত, তুমি কা'র গা? আমার চ'খ যে যায়!"

চক্ষুপীড়ার কথা শুনিয়া জীবানন্দ তাহার হস্ত সরাইয়া লইতে বাধ্য হইল। মানবেন্দ্রকুমার, জীবানন্দকে দেখিয়া প্রথমে একটু হাসিল এবং তৎপরে কহিল—

"তুমি? আমি ভেবেছিলেম—সংসার!" জীবানন্দ হাসিতে হাসিতে কহিল—

"খুব পাকা পাকা কথা শিখেছত এই বয়সে। এসব তোমায় শেখাল কে বল ত ছোক্‌রা?"

খুব গম্ভীর হইয়া মানবেন্দ্রকুমার কহিল—

"জানিনা। তবে কেউ না কেউ শিখাইয়াছে, না হ'লে শিখ্‌লেম কেমন ক'রে? আচ্ছা জীবুদাদা, মানুষ জন্মায় কেন?"

জীবানন্দ রহস্য করিয়া বলিল—

"ম'র্‌বে ব'লে।"

সে কথায় বালক সন্তুষ্ট হইল। সে কহিল—

"ঠিক্ বলেছ। আমিও তাই ভাবি। এই দেখ জীবুদাদা, তোমার কাছে এটা শিখে গেলুম।"

অন্য প্রসঙ্গ পাড়িবার উদ্দেশ্যে জীবানন্দ বলিল—

"তুমি পড়া শুনা করনা কেন? পড়্‌লে তোমার খুব ভাল পড়া হয়।"

"আর না পড়্‌লে?"

"মূর্খ হয়।"

বালক গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"তবে আমি মুখ্যু?"

"তুমিই বলনা—তুমি কি?"

"হাঁ আমি মুখ্যু। তা' দাদা আমি মুখ্যু হয়েছি কেন?"

"তুমি পড় না ব'লে।"

সে কথায় বালক উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ জীবানন্দ বুঝিতে পারিল। বালক ইঙ্গীতে বলিয়া দিল, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে অবহেলার চক্ষে না দেখিলে,' তাহার লেখাপড়া শিখিতে আর বাকী থাকিত কি? সে কথা খুব সত্য। আত্মীয় স্বজনের অবহেলার জন্যই মেধাবী মানবেন্দ্রকুমারের আজ এই দুর্দ্দশা।

সে কথা বুঝিয়া জীবানন্দ ব্যথিত হইল। বালককে ভুলাইবার জন্য জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার দিদি কোথা?"

অন্যমনস্ক ভাবে মানবেন্দ্রকুমার কহিল—

"কে দিদি? হাঁ দিদিও ত শুনছি, সংসার পাত্‌বে।

আচ্ছা জীবু দাদা, তুমি তা'কে খুব ভালবাস—না? ওঃ বুঝেছি, তাই তুমি তা'র অত খোঁজ নাও! কেমন নয়?"

বালকের সে প্রশ্নে জীবানন্দের মুখ আরক্তিম হইল। মানবেন্দ্রকুমার তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে বলিতে লাগিল—

"তা' তোমার যা' ইচ্ছা, তাই করবে। কিন্তু বলত জীবুদাদা, এ সংসারটা কা'র, আর তা'র বাড়ী কোথা মেঘের মধ্যে কি?"

"কেন বল দেখি?"

"তা'র কাছে আমার নালিস আছে।"

"কি নালিস?"

"তোমার কাছে ব'লে কি হ'বে?"

"তবে কা'কে বল্‌বে?"

বালক উচ্চৈস্বরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। খানিকটা যাইয়া সে বলিল—

"বল্‌ব কা'কে জান?—যা'র সংসার তা'কে। যেমন দাদামণিকে বল্‌তুম্।"

জীবানন্দ সে কথায় আর কোনও কথা কহিল না। তবে সে ভাবিতে লাগিল যে মানবেন্দ্রকুমারের উন্মাদ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। সে কথা ভাবিয়া সে অত্যন্ত ব্যথিত হইল।

তৎপরে জীবানন্দ, নিতাইচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিয়া গেল। পিতার আদেশে সে নিতাইচরণকে বলিতে আসিয়াছে, তাহাদের বাটীতে নিতাইচরণের আজ রাত্রিকালে ভোজনের নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া জীবানন্দ আর একখানি সুন্দর মুখ দেখিবার আশায় সদর বাটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবানন্দের আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না। তাহার আগমনের সংবাদ পাইয়াই মুখখানি, কে জানে কোথায় লুকাইত হইয়াছিল। জীবানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও সে মুখের তখন সন্ধান করিতে পারিল না। মানবেন্দ্রকুমারকে জীবানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলে সে বলিয়া দিত—ঠাকুর ঘরে গঙ্গাজলের জালার পশ্চাদ্ভাগে সেই মুখখানি লুকাইয়া আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঋণজালে জড়িত হইয়া নিতাইচরণ এইবার ব্যয় সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল অনেক ; কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। চাকুরীস্থলে বেশী উপরি রোজগার করিতে যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সে ধরা পড়িয়া গেল। বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া, সাহেব তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন না বটে, তবে তাহার উপরি রোজগারের পথ তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। উপরি রোজগার বন্ধ হইতেই নিতাইচরণ বিপন্ন হইয়া পড়িল। নিতাইচরণের বেতন অতি সামান্য। সে বেতনে একজন ভদ্রলোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে না। নিতাইচরণ যে "বড় মানুষী" করিত, তাহা কেবল ঐ উপরির শক্তিতে। "উপরি" বন্ধ হইতেই তাহার অধঃপতন আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কেহ আর একটী পয়সা পর্য্যন্ত দিতে চাহিল না। এরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়া

থাকে, নিতাইচরণের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। উত্তমর্ণগণ নিতাইচরণকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিয়া জানাইয়া দিল—টাকা তাহারা আর ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। বিলাসবতীও সেই সময়ে হাত মুখ নাড়িয়া নিতাইচরণকে বলিল—এখন টাকা না পাইলে সংসার চালান তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে।

বিলাসবতীর অন্যান্য দোষ যতই থাকুক না কেন, কার্পণ্য দোষ তাহার একেবারেই নাই। অর্থ হাতে পাইলেই সে খরচ করিয়া ফেলিতে পারে। যত অর্থই বিলাসবতীর হস্তে দেওয়া যাউক না কেন, সে অর্থ সে তখনই খরচ করিয়া ফেলিবে। "বড় মানুষী" করিতে পাইলে সে আর কিছুই চাহে না। স্বামীর "উপরি রোজগারের" টাকা এতাবৎকাল সে এই ভাবেই খরচ করিয়া আসিয়াছে। কেহ তাহাতে একটী কথা কহিতে সাহস করে নাই। সেই বিলাসবতীর যখন অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহার স্বামীকে যে কি ভাবে জ্বালাতন করিতে লাগিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

এ কার্য্যে কাদম্বিনীরও একটু হাত ছিল। বিলাস-বতীকে ক্রীড়া পুত্তলী করিয়া কাদম্বিনী বেশ তাহাকে নাচাইতে লাগিল।

সংসারিক মঙ্গলা মঙ্গলের দিকে বিলাসবতীর যে আদৌ দৃষ্টি নাই, তাহার প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে। সেই কারণে যে ইচ্ছা করিত, সেই তাহাকে নাচাইতে পারিত। আপনার খেয়ালের বশেও বিলাসবতী অনেক সময়ে অনেক কার্য্য করিয়া ফেলিত। তাহার ফলাফল তাহাকেই অবশ্য ভোগ করিতে হইত। আর সেই অবসরে কাদম্বিনী প্রমাণ করিয়া দিত যে তাহার মত শিষ্টশান্ত কুলবধূ জগতে এক প্রকার দুর্ল্লভ। ধর্ম্মকর্ম্মে যে, কাদম্বিনীর প্রবল আস্থা আছে, দেব দ্বিজে যে তাহার অশেষ ভক্তি আছে, কর্ত্তব্য পালনে যে সে একান্ত যত্ন পরায়ণা, সংসারের সকলের প্রতি যে তাহার যথাযোগ্য স্নেহ, ভক্তি মমতা আছে, চাতুরী বলে সে তাহা সকলকে বিশ্বাস করাইয়াছিল।

চতুরার চাতুরীতে বিলাসবতী ও নিতাইচরণের

দুর্নামের সীমা রহিল না। কেহই কিন্তু বুঝিতে পারিল না এ দুর্নাম কোন্ জন রটাইতেছে। সকলেই নিত্যকিঙ্করকে সে বিষয়ে সন্দেহ করিল। নিত্যকিঙ্করের অবশ্য ইহাতে কতকটা হাত ছিল। কিন্তু কাদম্বিনীর তুলনায় তাহা কিছুই নহে। নিত্যকিঙ্কর শত্রু বাহিরের; কিন্তু কাদম্বিনী—গৃহ শত্রু। কাহারও গৃহ শত্রু থাকিলে কি আর রক্ষা আছে!

নানাবিধ জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া নিতাইচরণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, বিলাসবতীর শরণ গ্রহণ করাই এখন বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিলাসবতীকে নিতাই-চরণ স্বর্ণালঙ্কার দিয়াছিল অনেক টাকার। নিতাইচরণ ভাবিল, সে গুলি এখন বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, ঋণপাশ হইতে সে মুক্তি পাইবে। সেই যুক্তিই সে উত্তম যুক্তি বলিয়া স্থির করিল। তবে সহজে কথাটা সে বিলাসবতীর নিকট উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। উত্তমর্ণগণের তাড়নায় নিতাইচরণকে স্ত্রীর নিকট সে প্রস্তাব করিতেই হইল। নিতাইচরণ অত্যন্ত কাতর ভাবে বিলাসবতীকে অনুরোধ করিল—

"দিন কয়েকের জন্য তোমার গয়নাগুলি ছেড়ে দাও বড় বৌ। তা' না হ'লে এ যাত্রা রক্ষা পাবার আমার আর উপায় নেই। পাওনাদারকে টাকা না দিতে পারলে আমায় জেলে পচ্‌তে হ'বে। তোমার পায়ে ধর্‌ছি বড় বৌ, আমায় রক্ষা কর। গয়না আবার হ'বে—আবার দোব। কিন্তু আমার জেলত আর ফির্‌বে না। কি বল, চুপ্‌ ক'রে রইলে যে?"

স্বামীর কথা শুনিয়া বিলাসবতী চুপ্‌ করিয়াইছিল। তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না—সর্ব্বাঙ্গ তাহার কাঁপিতে ছিল। বিলাসবতীর অবস্থা দেখিয়া—নিতাইচরণ ভাবিল—অলঙ্কারগুলি হস্তচ্যুত করিতে বিলাসবতীর ইচ্ছা নাই। কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন নিতাইচরণের আর গত্যন্তরই বা কি? নিতাইচরণ বিলাসবতীকে অনুনয় অনুরোধ যথেষ্ট করিল; এমন কি ভয় প্রদর্শন করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইল না। ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে যে তাহাকে দেশত্যাগী হইতে হইবে, আত্মঘাতী হইতে হইবে, সে কথাও

নিতাইচরণ তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু বাঙ্ময়ী বিলাসবতী তথাপি আজ কোনও কথা কহিতেছে না। নিতাইচরণের কাতরতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, পাগলের মত যখন সে আপনার গালে আপনি "চড়াইতে" লাগিল, তখন বিলাসবতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিল, তাহার অলঙ্কারাদি তাহার নিকট কিছুই নাই—সমস্তই সে পিত্রালয়ে ফেলিয়া আসিয়াছে। অলঙ্কার পত্র ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিতাইচরণ যখন ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইল, তখন বিলাসবতী কহিল—

"সে চেষ্টা মিছে। বাবা সে গয়না বিক্রয় ক'রে নিজের দেনা শোধ করেছেন। বাবার সঙ্গে সেই জন্যই আমার ঝগড়া।" কথাটা শুনিয়া নিতাইচরণের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তৎপরে সে টলিতে টলিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

সে সংবাদ নিত্যকিঙ্করের কাণে পৌছাইতে বাকী রহিল না। কাদম্বিনী পত্র লিখিয়া সে সংবাদ নয়ন-

তারাকে জানাইয়া দিল। নয়নতারা সে কথা তাহার স্বামীকে বলিল।

নয়নতারা নিতান্ত সরলা। এ সকল ব্যাপারের ভালমন্দ সে কিছুই বুঝিতে পারিত না। কাদম্বিনী তাহারই সারল্যের সাহায্যে সকল সংবাদ নিত্যকিঙ্করের নিকট পাঠাইয়া দিত। নিত্যকিঙ্কর সে সকল সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া বেড়াইত এবং যাহাতে নিতাইচরণের বিশেষ ক্ষতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিত।

অলঙ্কারাদি হস্তান্তরিত হইবার সংবাদ নিতাইচরণের মহাজনগণের নিকট অতিরঞ্জিত ভাবে পৌঁছিল। তাহারা তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তরুণী শ্যামা নয়নতারা একাকিনী ছাদে বসিয়া চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছিল। তখন ঘোরা যামিনী—তবে অন্ধকারময়ী নহে। সেই নীরব নীশিথে চন্দ্রমণ্ডল পরিশোভিত আকাশতলে বসিয়া ভামিনী কাহার কথা ভাবিতেছিল?

সে ভাবিতেছিল, তাহার স্বামীর কথা আর ভাবিতেছিল—কাদম্বিনীর কথা। কাদম্বিনী সেইদিন অপরাহ্নে নিমন্ত্রণ করিয়া নয়নতারাকে হালদার বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। বিলাসবতীর বিরুদ্ধে কাদম্বিনী, নয়নতারার নিকট অনেক কথাই কহিল। নয়নতারা অত্যন্ত সরলস্বভাবা হইলেও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিলাসবতীর বিরুদ্ধে একটা বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সে ষড়যন্ত্রের ফলে বিলাসবতীর এবং সেই সঙ্গে হালদার বংশের অনিষ্ট অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী

তাহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। আপনার স্বামীর মুখেও নয়নতারা অনেক বার এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়াছিল। কিন্তু সে কথায় সে তেমন কাণ দেয় নাই। তাহা ভিন্ন সে সকল কথা যে মন্দ কথা, তাহা যে পাপের কথা—স্বামীর কথা শুনিয়া নয়নতারা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সরল বিশ্বাসে সে স্বামীর নির্দ্দেশ মত কাদম্বিনীর নিকট হইতে হালদার বাড়ীর দৈনিক সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং তাহা তাহার স্বামীকে শুনাইত। সেরূপ সংবাদের আদান প্রদানে যে বিলাসবতী ও নিতাইচরণের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা সে ঘূর্ণাগ্রে বুঝিতে পারিলেও নয়নতারা তেমন কার্য্যে কিছুতেই সংশ্লিষ্টা থাকিত না। নিত্যকিঙ্কর সেই কারণে কোনও কথা নয়নতারাকে বুঝিবার অবসর দেয় নাই। নয়নতারার প্রকৃতি নিত্যকিঙ্কর বিলক্ষণ বুঝিত। আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্য অশেষ আদর যত্ন দেখাইয়া দুষ্টমতি নিত্যকিঙ্কর কাদম্বিনীর নিকট নয়নতারাকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল।

কাদম্বিনী কিন্তু স্ত্রী সুলভ দুর্ব্বলতা বশতঃ সকল কথাই স্পষ্টভাবে নয়নতারার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। কোনও কথা যে, সে নয়নতারার নিকট লুকাইবার চেষ্টা করে নাই, তাহার আরও একটা কারণ ছিল। কাদম্বিনী ভাবিয়াছিল—নয়নতারা সকল কথাই নিত্যকিঙ্করের নিকট শুনিয়াছে এবং সকল বিষয়ই সে জ্ঞাত আছে। নিতাইচরণ ও বিলাসবতীর আশু বিপদের কথা শুনিলে নয়নতারা যে সমধিক আনন্দিতাই হইবে, এমন ধারণাও কাদম্বিনী করিয়াছিল। সেইরূপ ধারণা বলেই কাদম্বিনী এক নিশ্বাসে সকল কথা নয়নতারার নিকট বলিয়া ফেলিল। তাহা শুনিয়া নয়নতারা শিহরিতা হইল।

নয়নতারা বুঝিল—কাদম্বিনীর অভিপ্রায়ও মন্দ আর তাহার স্বামীর অভিপ্রায়ও মন্দ। আর সেই মন্দের ভিতর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, নয়নতারাও বিতাড়িতা! ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে, মর্ম্মবেদনায় সে নিদারুণ যন্ত্রণা পাইতে লাগিল।

তাহার উপর যখন সে অনুমান করিল, কল্পনা বলে যখন সে নির্দ্ধারিত করিল—কাদম্বিনীর পরামর্শেই তাহার স্বামী এই হীনকার্য্যে রত হইয়াছে, তখন তাহার যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। নয়নতারা শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা মনে মনে অনুভব করিতে লাগিল। স্বামী চরিত্রে সন্দিগ্ধা হইলে স্ত্রীলোক এইরূপই হইয়া থাকে।

হালদার বাঁড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া একাকিনী ছাদে বসিয়া নয়নতারা এই সকল কথাই ভাবিতে লাগিল। রজনী যে গভীরা, সে যে একাকিনী ছাদে বসিয়া আছে, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তখন তাহার নাই। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল—তাহার স্বামীর অধঃপতন এতটা কেন হইল। নয়নতারার বিশ্বাস ছিল—তাহার স্বামী মদ্যপান করে বটে, কিন্তু সে চরিত্রহীন নহে। কল্পনা শক্তিতে সে কথা ভাবিতে ভাবিতে নয়নতারা সত্য বলিয়াই তাহা একপ্রকার স্থির করিয়া লইল। অভাগিনীর মনোবেদনার তখন আর সীমা রহিল না।

মদ্যপ নিত্যকিঙ্কর তখনও পর্য্যন্ত বাটী প্রত্যাগমন করে নাই। নয়নতারা সেই নরাধম স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারই প্রতীক্ষায় নয়নতারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছে আর তাহারই চিন্তায় নয়নতারা আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সতী চরিত্র সকল যুগে, সকল দেশে, সকল সমাজেই এইরূপ।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ মণ্ডল শব্দায়মান করিয়া নয়নতারার মাথার উপর দিয়া একটা পেচক উড়িয়া গেল। গ্রামে ও গ্রামান্তরে তখন শিবা ও সারমেয়দলের তুমুল কলহ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। সে বিকটরবে নয়ন-তারার চিন্তা সমাধিভঙ্গ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে নিম্নতলে অবতরণ করিয়া আসিল।

তখন নিত্যকিঙ্কর বাটী আসিয়াছে—গৃহমধ্যে কাহারও দর্শন না পাইয়া সে কাহাকেও চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে "কেহ" অবশ্য নয়নতারা। নয়নতারার নিকট নিত্যকিঙ্করের সে রাত্রে

বিশেষ একটা কাজ ছিল। নতুবা নিত্যকিঙ্কর নয়ন-তারার অন্বেষণে এতটা ক্লেশ স্বীকার করিত না।

নয়নতারাকে গৃহদ্বারে দেখিয়া নিত্যকিঙ্কর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—

"কোথা ছিলে তুমি?"

মাথার কাপড় যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া নয়নতারা ধীরে ধীরে কহিল—

"ছাদে।"

"এত রাত্রে ছাদে?"

নয়নতারা সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া স্বামীর আহারের আয়োজন করিয়া দিল। আহার করিতে করিতে নিত্যকিঙ্কর কহিল—

"আজ নিমন্ত্রণ খেলে কেমন?"

প্রশ্নের উত্তর নাই।

"যত্ন করলে কেমন?"

নয়নতারা তথাপি নীরব।

"আজ তোমার হয়েছে কি?"

সে প্রশ্নেরও প্রশ্নকর্ত্তা উত্তর পাইল না। এইবার নিত্যকিঙ্কর কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"বলি, কথার উত্তর দেবে না—থালা শুদ্ধ খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেব ?"

নয়নতারা ব্যস্ততার সহিত কহিল—

"খাওয়া দাওয়া হ'কনা আগে,—তা'র পর যা' জিজ্ঞাসা করবার ক'র এখন।"

নিত্যকিঙ্কর আহারাদি সমাপনান্তে মুখশুদ্ধি চর্ব্বণ করিতে করিতে তামাকের নলটী মুখে দিয়া অর্দ্ধ বিতাড়িত স্বরে কহিল—

"বল এখন তোমার রূপকথা। ও বাড়ীর ছোট গিন্নি বল্লে কি ?"

শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নয়নতারা স্বামীর পদসেবা করিতেছিল। প্রশ্ন শ্রবণান্তর সেবিকা সেবাকার্য্য কতকটা বিস্মৃত হইল। মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া নয়নতারা তাহার স্বামীকে কহিল—

"দেখ, আমি কখনও তোমায় কিছু বলিনি, কোনও

অনুরোধ করিনি। আজ কিন্তু একটা কথা ব'লব, একটা অনুরোধ ক'রব। দাসী ব'লে, পদাশ্রিতা ব'লে সে অনুরোধ রাখ্‌বে বল ?"

নিত্যকিঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নয়নতারাকে এত কথা কহিতে, এরূপ অনুরোধ করিতে সে আর কখনও শুনে নাই। আজ তাহার বচনবিন্যাসের ঘটা দেখিয়া নিত্যকিঙ্করের ত বিস্ময়াবিষ্ট হইবারই কথা। বিস্ময়সহকারে নিত্যকিঙ্কর কহিল—

"তুমি এতকথা একদিনে শিখ্‌লে কোথা ? ভাল, তোমার অনুরোধটা কি বল দেখি—শুনি।"

নয়নতারা বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে করযোড়ে বেদনা কাতর হৃদয়ে সে বলিতে লাগিল—

"আমার মাথা খাও, তুমি আর ওদের কথায় থেকনা। যা'তে নিজের অমঙ্গল, পরের অমঙ্গল, অকাজ, অধর্ম্ম, তেমন কাজে, তেমন কথায় থাক্‌বার দরকার কি ? আমরা গরীব, আমাদের মুখ চাইতে কেউ নেই—আমাদের ওসব কথায় থাকা একেবারেই ভাল নয়।"

নিত্যকিঙ্কর অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি—কি—কি বল্‌ছ তুমি ?"

নয়নতারা সংযতা হইয়া কহিল—

"আমি কিছু বল্‌ছি না—কিছু ব'লব না। কেবল বল্‌ছি, তুমি ও সম্পর্কে থেক না। ও সম্পর্কে থাক্‌লে তোমার ভারী বিপদ। তোমার বিপদে আমার বিপদ—আমার বিপদে তোমার বিপদ। আমার সর্ব্বস্ব তুমি, সর্ব্বময় তুমি, ইহকালের ও পরকালের দেবতা তুমি, তোমার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে, দাঁতে ক'রে আমি তা' তুলে দেবো। কিন্তু আর কেউ তা' কর্‌বে না। বরং তারা বিপদের সময় তোমাকে আমাকে বিপদের মাঝখানে ঠেলে ফেলে দেবে। অমন কথায় থাকা কেন, অমন সম্পর্কে আমিই বা তোমায় যেতে দেব কেন ?"

নিত্যকিঙ্কর ভারী গোলে পড়িয়া গেল। নয়নতারার হেঁয়ালীর ভাষা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না—অথচ ব্যাপারটা যে কি তাহাও সাহস করিয়া স্পষ্ট তাহা জিজ্ঞাসা

করিতে পারিল না। নিত্যকিঙ্কর কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন, ও বাড়ীতে তোমায় কেউ কিছু বলেছে কি ?"

"না, কেউ কিছু বলেনি—কারও কথা শুন্‌তেও চাইনি। কেবল তোমার চরণতলে থাক্‌তে চাই, তোমার সেবার অধিকার চাই, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল চাই।"

"তা'ত সবই কর্‌বো ঠাক্‌রুণ। বলি, তা'রা তোমায় কিছু বল্‌লে কি ? নিতাইদাদার এখন অবস্থা কেমন ?

"সে সব কথা আমি জিজ্ঞাসাও করিনি আর তারাও বলেনি। যাই হ'ক, তুমি আর ও সব কথায় থেক না। আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি, মিনতি কর্‌ছি, ওদের কথায় তুমি আর কিছুতে থেক না। ওরা ভারী মজ্জানে লোক।"

"কি রকম ?"

"তা কিছুই জানি না আমি। তবে ওদের কথাবার্ত্তা ভাল নয়।"

"তাইত তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কি কথা বল্‌লে ওরা ?"

"সে সব কথার মানেও আমি বুঝ্‌তে পারিনি আর কথাগুলো কাণেও ধ'রে রাখ্‌তে পারি নি। তুমি আমার সর্ব্বময় দেবতা, তাই থাক। যে সে, তোমার কথা বল্‌বে কেন ?"

"কেন কেউ কিছু বলেছে না কি ? নিতাইদিদি খুব গাল দিয়েছে বুঝি ? বল না, বল না, কি শুনলে বল না ?"

"কিছুই শুনিনি, কেউ কিছুই বলেনি। আমিই কেবল আপনার মনে আপনি ভয় পেয়েছি।"

নয়নতারা যে কি উদ্দেশ্যে কি কথা বলিতেছিল, নিত্যকিঙ্কর তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিল—তাহার স্ত্রী একটা নিরেট মূর্খ। যে কার্য্যের জন্য তাহাকে পাঠান গিয়াছিল, সে তাহার কিছুই করিয়া আসিতে পারে নাই। নিতাইচরণের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তাহাদের ঘরের কথা নিত্যকিঙ্কর বিশেষভাবে

সংগ্রহ করিতে চাহে। নিত্যকিঙ্কর বুঝিল—নয়নতারা কিছুই করিয়া আসিতে পারে নাই—লাভের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভয় সে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। অন্য সময় হইলে বীরপতি পত্নীর উপর অশেষ অত্যাচার করিত। কিন্তু নয়নতারার সেই পতনজনিত পীড়া অবধি নিত্যকিঙ্কর তাহাকে উৎপীড়িতা করিতে আর সাহস করে না।

নিত্যকিঙ্কর ভাবিয়া স্থির করিল, নয়নতারাকে মাঝখানে রাখিয়া কোনও কার্য্য করিবার আর আবশ্যকতা নাই। তাহার সাহায্যের যতটুকু আবশ্যক ছিল, ততটুকু কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে মাঝখানে রাখিলে বরং কার্য্যহানীরই সম্ভাবনা।

নিত্যকিঙ্কর আরও ভাবিল এবং স্থির করিল, এখন হইতে সে নিতাইচরণের উত্তমর্ণগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া নিত্যকিঙ্কর তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে নিদ্রা দেবীর কোমলাঙ্কে আশ্রয়

লাভ করিল। চিন্তাকাতরা নয়নতারা স্বামীর পদ-তলেই বসিয়া রহিল—সে রাত্রে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনুনয় বিনয় ও ভয় প্রদর্শনেও নিতাইচরণ তাহার শশুরের নিকট হইতে অলঙ্কার পত্রাদি আদায় করিতে পারিল না। তখন সে প্রমাদ গণিল। নিতাই চরণের উত্তমর্ণগণ তখন নিতাইচরণকে প্রায় বেড়াজালে ঘেরিয়াছে। সে ব্যাপারের মূলে যে কোনও গূঢ় শত্রুর শত্রুতা ছিল, তাহা নিতাইচরণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বুঝিয়াও সে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। যেথানে অর্থাভাব, সেথানে সকল শক্তিরই অভাব হইয়া পড়ে। নিতাইচরণের ভাগ্যেও তাহাই হইয়াছিল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া নিতাইচরণ দুলালচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। দুলালচন্দ্র যে সহায় সম্পদহীন, দুলাল-চন্দ্রের যে অর্থ সাহায্য করিবার শক্তি নাই এবং নানা কারণে দুলালচন্দ্রের সহানুভূতি হইতে নিতাইচরণ যে

বঞ্চিত, সে সকল কথাও তাহার অবিদিত ছিল না। তথাপি নিতাইচরণ দুলালচন্দ্রের নিকটই পরামর্শ চাহিল। বিপদকালে আত্মীয় স্বজন অন্তরঙ্গ ভিন্ন যে অন্য কেহ বিপদোদ্ধারে যত্নবান্ হয় না, এ ধারণা নিতাইচরণের ছিল। সেই জ্ঞান ও ধারণাবশেই নিতাইচরণ দুলালচন্দ্রের নিকট তাহার বিপদের কথা সবিস্তারে জানাইল।

নিত্যকিঙ্কর ও কাদম্বিনীর পরামর্শ চালিত দুলালচন্দ্র নিতাইচরণের সমূহ বিপদের কথা সবিশেষ অবগত ছিল। নানা কারণেই নিতাইচরণের সহিত দুলালচন্দ্রের প্রীতিবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু নিতাইচরণ যখন নিজমুখে সকল কথাই দুলালচন্দ্রের নিকট ব্যক্ত করিল এবং তাহার সহানুভূতি প্রার্থনা করিল, দুলালচন্দ্রের মত পরিবর্তিত হইতে তখন আর বিলম্ব ঘটিল না।

দুলালচন্দ্র ভাবিল—দাদা যখন সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও তাহার সহিত পরামর্শ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন, তখন দাদাকে সাহায্য করিতে হইবে বৈ কি!

তাহার পর এ বিপদ শুধু দাদার একার নহে। এ বিপদে তাহাদের বংশ মর্য্যাদা হানি হইবে, তাহাদের পৈত্রিক বাসভবন সম্ভবতঃ দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের আর মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না। এই কারণে তাহাদের স্বর্গগত পিতৃপিতামহের আত্মাও যে ব্যথিত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে।

বহুচিন্তা ও বিচার করিয়া দুলালচন্দ্র নিতাইচরণকে সাধ্যমত সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইল। নিতাইচরণ তাহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ঋণের জ্বালা বড় জ্বালা। কাদম্বিনী সকল কথা শুনিল। আহারাদি করিয়া শয়নের পর কাদম্বিনী সে সম্বন্ধে তাহার স্বামীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। দুলালচন্দ্র তখন চিন্তাকুল—সে সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে সে বিরত রহিল। কাদম্বিনী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ভৎ'সনার ছলে স্বামীকে বলিল—

"হ্যাঁ গা বড় ঠাকুরকে ত টাকা দেবে বল্লে। টাকা আস্‌বে কোথা থেকে ?"

কাদম্বিনীর কথায় হিংসা-বিষ যথেষ্টই ছিল। স্বামীর মঙ্গল কামনায় যে, সে কথায় ব্যাকুলতাও ছিলনা, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ঘটনাচক্রে ও গ্রহবৈগুণ্যে কাদম্বিনীর ভাল কথা মন্দ কথায় পরিণত হইল। দুলালচন্দ্র ভাবিল—তাহার টাকা নাই বলিয়া তাহার পত্নী তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ক্রোধে, অপমানে দুলালচন্দ্র আত্মহারা হইয়া পড়িল। তথাপি সে কোনও কথা কহিল না—আপনাকে আপনি সংযত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু কাদম্বিনী তাহার স্বামীর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া আবার বলিল—

"টাকা দেব বল্লেই অমনি দেওয়া হ'য়ে গেল আর কি ? টাকা আন্‌বে কোথা থেকে সেটা একটু বিবেচনা ক'রে তবে লোককে আশা দিতে হয়।"

দুলালচন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বিকৃত মুখে বলিল—

"টাকা!—টাকা আসবে বাড়ী বেচে, তোমার গয়না বেচে—আর যদি দরকার হয়, তা' হ'লে স্ত্রী পুত্র বেচেও টাকার যোগাড় করতে হ'বে। টাকার দরকার দাদার নয়—টাকার দরকার বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য। জান না—দাদা টাকা ধার করেছিল পেটে খাবার জন্য নয়, মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য নয়। ঋণ করেছিল দাদা বাপ খুড়োর শ্রাদ্ধের জন্য। সে ঋণ যেমন ক'রে হ'ক্, আমাদের শোধ করতেই হ'বে।"

কাদম্বিনী সে কথা শুনিয়া ভীতচিত্তে কহিল—

"তোমার বাড়ী, তোমার টাকা, তুমি যা' ইচ্ছা, তাই করনা কেন—আমি তা'তে কথা কব'না। তবে আমি যা' বলি, তা' তোমারই ভালর জন্য।"

"দুলালচন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিল—

"ভাল করাটা আপাততঃ স্থগিত রাখ। কাল

প্রাতেই টাকার যোগাড় করতে হ'বে। কথাটা মনে রেখ।"

কাদম্বিনী অঞ্চল দ্বারা নেত্র মার্জ্জিত করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—

"তোমাদের কথা তোমরা বুঝবে, আমার মনে রাখার দরকার? আমি একটা দাসী বাঁদী, ও সকল কথায় আমার থাকবার আর দরকার কি বল?"

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া দুলালচন্দ্র কহিল—

"আছে—একটু দরকার আছে। হয়ত তোমার গয়না গুলি দরকার হ'তে পারে। সেইজন্যই পূর্ব্ব থেকে তোমাকে কথাটার আভাস দেওয়া গেল।"

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে মানুষ যেরূপ ভীত ও চমকিত হয়, কাদম্বিনী সেইরূপ ভীতা ও চমকিতা হইয়া বলিল—

"আ—মা—র—গ—য়—না!"

দুলালচন্দ্র বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিল—

"হাঁ তোমারই গয়না। কথাটা জেনে রেখ ছোট-

বো, আমি দাদা নই। যতক্ষণ খেলিয়েছিলে, ততক্ষণ খেলেছিলুম। কিন্তু কর্ত্তব্যভার যখন ঘাড়ে এসে পড়েছে, দাদার চ'খে যখন জল দেখেছি, তখন একদম বদ্‌লে গেছি জেনো। তুমি ত চিরদিনই আমায় জান গো। পিতৃরক্ত গায়ে থাকতে পিতৃঋণ আমি কিছুতেই রাখ্‌বনা—মৃত পিতার বিরুদ্ধে কা'কেও আমি একটা কথা কইতে দেবো না। তাঁদের শ্রাদ্ধে যে টাকা ঋণ করা হ'য়েছে, সে ঋণ আমাদের শোধ কর্‌তেই হ'বে—বুঝেছ ?"

কাদম্বিনী রুক্ষস্বরে কহিল—

"তবে এতদিন সেটা করা হয়নি কেন ?"

চীৎকা'র করিয়া দুলালচন্দ্র কহিল—

"বুদ্ধির দোষে আর তোমাদের পরামর্শে। যা' হ'য়ে গেছে, তা' হ'য়ে গেছে। এখন স্থির জেনে রেখ ছোট-বৌ, দাদাকে বড় বৌ যেমন চ'খ রাঙ্গায়, ওঠায়, বসায়, আমাকে তা' তুমি পেরে উঠ্‌বে না। ঘুমোও এখন—কাল সকালে উঠে যথোচিত ব্যবস্থা করা যা'বে।

দুলালচন্দ্র পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিল এবং অচিরাৎ নিদ্রামগ্ন হইল। কাদম্বিনী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কি করিয়া সে এখন তাহার অলঙ্কার পত্র রক্ষা করে এবং কি করিলেই বা আবার তাহার স্বামী যাহা ছিল, তাহাই হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়া সত্যকিঙ্কর নিতাই চরণদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও নিতাইচরণ অথবা দুলালচন্দ্র শয্যাত্যাগ করে নাই। জাগিয়াছে কেবল শঙ্কর ও মুখরা দাসীদ্বয়। তাহারা পরস্পরে বকাবকি করিয়া গৃহস্থের গৃহকর্ম নষ্ট করিতেছে মাত্র। তবে শঙ্করের ভয়ে দাসীরা ততটা অন্যায় করিতে সাহস করিতেছিল না। শঙ্কর ভারী কড়া লোক।

আর জাগিয়াছিল জ্যোৎস্নামুখী ও মানবেন্দ্রকুমার। অন্যদিন প্রভাতকালে জ্যোৎস্নামুখী বড় একটা জাগিয়া উঠে না। মানবেন্দ্রকুমার আজ তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়াছে।

াটী সংলগ্নস্থ পুষ্পোদ্যানে বালক ও বালিকাটী

পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু শঙ্করের "তাড়া" খাইয়া তাহাদের মনের সাধ মনের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। শঙ্কর বলিয়াছে—

"খবরদার গাছের ফুলে হাত্‌টী লাগাবেনি। ফুল নষ্ট হ'লে ঠাকুর পূজা হ'বেক কেমন ক'রে ?"

শঙ্করের শাসন বাক্য সে সংসারে সকলেই মানিয়া চলিত। সুতরাং জ্যোৎস্নামুখী ও মানবেন্দ্রকুমার শঙ্কর জেঠার শাসন অমান্য করিতে সাহস করিল না। নিরুপায় মানবেন্দ্র তখন তাহার দিদির দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

"আয় দিদি, আমরা বাগানে ব'সে গল্প করি।"

জ্যোৎস্নামুখীর গল্প করিতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। গল্পের অপেক্ষা প্রভাত নিদ্রা তাহার নিকট সমধিক প্রিয়। সে বলিল—

"হ্যাঁ মানু; গল্প করবার জন্যে আমার কেন ঘুম

ভাঙ্গালি বল্ দেখি? মানবেন্দ্রকুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিল—

"আমার বোধ হচ্ছে, ঘুমের চেয়ে গল্প করাই ভাল। গল্প করলে তবু মনে হয় বেঁচে আছি। কিন্তু ঘুমুলেই ত অন্ধকার। ঘুম না ভাঙ্গলেইত মানুষ মরে—না দিদি?"

জ্যোৎস্নামুখী বালক দার্শনিকের দার্শনিক বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে অনিমিষ দৃষ্টিতে মানবেন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মানবেন্দ্রকুমার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিল—

"আচ্ছা দিদি, আমি যদি ম'রে যাই; তা' হ'লে তুমি কাঁদ?"

ভ্রাতার প্রশ্নে জ্যোৎস্নামুখী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। মানবেন্দ্রকুমার যে দিন দিন অধিকতর বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়িতেছে, সেই বিশ্বাসই জ্যোৎস্নামুখীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। জ্যোৎস্নামুখী

মানবেন্দ্রকুমারের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—

"হাঁ ভাই মানু, তুই হচ্ছিস্ কি ভাই? বাবার এই দারুণ বিপদ, এ সময়ে তুই এমন ক'রে মাথা খারাপ করলে, কি আর রক্ষা থাকবে?"

জ্যোৎস্নামুখীর কথা শুনিয়া মানবেন্দ্রকুমার উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসির যে কি অর্থ, জ্যোৎস্নামুখী তাহা বুঝিতেই পারিল না। মানবেন্দ্র-কুমার হাসিতে হাসিতেই সুরে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

ছিল একটী মল্লিক ম'শায়,
ভাত খেত সে লেবুর পাতায়;
মল্লিক মশায় গেল চ'লে
পড়ে রইল তা'র টাকার থলে।

বালকের অর্থ শূন্য—অথবা গভীর অর্থপূর্ণ কবিতাটী শেষ হইতে না হইতেই সত্যকিঙ্কর সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিল—

"কি বক্তৃতা হচ্ছে কুমার বাহাদুর? তোমার বাবা কোথায়?

সত্যকিঙ্করের আগমনে জ্যোৎস্নামুখী নিষ্কৃতি লাভ করিল। বালিকা রুদ্ধ স্বরে বাটীর ভিতর ছুটিয়া পলাইল।

যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—

"বাবা ঘুমুচ্ছেন কিঙ্কর কাকা, আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।"

মানবেন্দ্রকুমার, জ্যোৎস্নামুখীর উদ্দেশে কহিল—

"ওঃ ভারী গিন্নি হয়েছে একেবারে! ডাক্‌বার তুই কেরে বাবু। চুপ ক'রে থাক্—সব চুপ ক'রে থাক্। যা'র যত ক্ষমতা, তা' সব আমি বুঝে নিয়েছি।"

সত্যকিঙ্কর বালককে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিল—

"হ্যাঁহে কুমার বাহাদুর, তুমি এত সকাল সকাল

উঠেছ কেন? ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ করবার ইচ্ছা আছে বুঝি?

মানবেন্দ্রকুমার গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—

"সুখ কোথায় কাকী, যে নূতন ক'রে অসুখ করবে! আমি চ'লেছি কোথায় জান—দূরে খুব দূরে। কে জানে সে দূর কত দূরে! সেখানে সুখও নেই, অসুখও নেই। এক সন্ন্যাসী আমায় এই কথা ব'লে গেছেন। আর আমি সুখ অসুখকে ভয় করি না।"

বালকের কথা শুনিয়া সত্যকিঙ্কর বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা সত্যকিঙ্কর নিষ্প্রয়োজন মনে করিল।

ইতিমধ্যে নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র সে স্থানে আসিয়া পড়িল। ভীড় দেখিয়া মানবেন্দ্রকুমার স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সত্যকিঙ্করের সহিত তখন নিতাইচরণ ও দুলাল-চন্দ্রের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

নিতাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল—

"কি সত্য, এত সকালে যে?"

সত্যকিঙ্কর কহিল—

"কেন এসেছি, আন্দাজ কর দেখি।" দুলালচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল—

"অত আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লে ত জ্যোতিষী হ'য়ে পড়া যেত। আন্দাজ ছেড়ে এখন খাঁটি কথা বল দেখি। আন্দাজটা তোমার যাচাবার জন্যে এত সকালে কি চিনি ঘুম্‌টা ভাঙ্গাতে হয় দাদা ?"

সত্যকিঙ্কর মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—

"কি করি বল ভাই। যা হ'ক্ আজ তোমরা বাড়ী থেকে বেরিও না। শুন্‌লুম্, আজ তোমাদের পাওনা-দারেরা ডিক্রি জারি কর্‌তে আস্‌ছে। বিশেষ ভয় নিতাই দাদার। আজ আর বেরিওনা দাদা।"

নিতাইচরণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দুলালচন্দ্র কহিল—

"ভয় কি দাদা, এখনও ত ছোট বৌএর গহনা আছে।"

সত্যকিঙ্কর কহিল—

"তা' থাকে থাকুক দুলাল। তা'তে বড় সুবিধা হ'বে না। সে অনেক কথা। গোয়েন্দাগিরি ক'রে সে সব খবর আমি পেয়ে গেছি। যা' হ'ক্, টাকার যোগাড় আমি এক রকম করেছি। আদালত খুল্‌লেই টাকাটা জমা দেওয়া যাইবে। কিন্তু টাকাটা যতক্ষণ আদালতে জমা দেওয়া না হয়, ততক্ষণ তোমরা একটু সাবধানে থেক। তা'রা একে পাওনাদার—তা'র উপর চ'টে আছে। আইনের শক্তিতে হয়ত তারা তোমাদের একটু অপমানও করতে পারে। তাই বলছি. কাজ কি অত গোলমালে—একটু সাবধান হ'য়েই থেক আজ।"

দুলালচন্দ্র সে সকল কথায় তেমন কর্ণপাত করিলেন না। সে জিজ্ঞাসা করিল—

"ছোট বৌএর গয়না সুবিধা হ'বেনা কেন সত্যদা' ?"

সত্যকিঙ্কর কহিল—

"অত কেনর জবাব দিহি করতে হ'লে থানা পুলীস করতে হয়রে ভাই। যা' বল্‌ছি, তা' শুনে যানা

ভাই।" তাহার বক্তব্য শেষ করিয়াই সত্যকিঙ্কর সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সত্যকিঙ্কর নিতাইচরণদের বাটী হইতে চলিয়া যাওয়ার পর দুলালচন্দ্র বাটীর ভিতর যাইয়া কাদম্বিনীকে কহিল—

"তোমার গহনা পত্র যা" আছে, সে গুলি বার ক'রে দাও দেখি।"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কাদম্বিনী ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল। দুলালচন্দ্র তাহার পথ রোধ করিয়া কহিল—

"যাও কোথা ?"

কাদম্বিনী কহিল—

"পথ ছাড়, কি তামাসা কর্‌ছ ?"

"তামাসা! তামাসা আমার না তোমার ? গয়না গুলি বার ক'রে দিয়ে যেথায় ইচ্ছে চ'লে যাও—আমি নিষেধ ক'রব না।"

কাদম্বিনী এইবার খুব রাগিয়া উঠিল। গ্রীবাবক্র করিয়া সে কহিল—

"কি?"

দুলালচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—

"চোনা নাকের ঘি। গয়নাগুলি দিয়ে সোজা পথে চ'লে যাও। কোনও কথা কইব না।"

"বটে! আমার গয়না—আমার স্ত্রীধন আমি তা' দোব না। তা'তে কা'রও জোর আছে কি? কেন বিরক্ত করছ—যেতে দাও আমায়।"

দুলালচন্দ্রের মুখমণ্ডল অকাল জলদোদয়ের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাহার নয়নে বিদ্যুতের মত রোষাগ্নি জলিতে লাগিল। বর্ষণও যে না হইল এমন নহে। কাদম্বিনী যে দুলালচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন কথা বলিতে পারে, এমন তর্ক বিতর্ক করিতে পারে এমন বিশ্বাস দুলালচন্দ্রের ছিল না। তাহার সাহস দেখিয়া—দুলালচন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইল—কতকটা অভিমানও তাহার হইয়াছিল।

দুলালচন্দ্রের মুখ-ভাব নিরীক্ষণ করিয়া কাদম্বিনী ভয় পাইল। কিন্তু নিতাইচরণের ঋণদায়ে তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তচ্যুত করিতে সে কিছুতেই স্বীকৃতা হইল না। দুলালচন্দ্র তাহাকে অনেক বুঝাইল। গহনাগুলি না পাইলে তাহাদের বংশ মর্য্যাদা পর্য্যন্ত যে নষ্ট হইবে, সে কথাও দুলালচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অনুরোধ, উপরোধ, ভয় প্রদর্শনের কোনও ফলই ফলিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া দুলালচন্দ্র কাদম্বিনীর তোরঙ্গ পেঁটরা প্রভৃতি একে একে সমস্ত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যাপার লইয়া বাটীতে একটা হৈ হৈ কাণ্ড পড়িয়া গেল। নিতাইচরণ আসিয়াও দুলালচন্দ্রকে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দুলালচন্দ্র তখন বলিতেছে—

"আমার বাপ জেঠার মান মর্য্যাদা যায়, আর উনি আইন ফলিয়ে স্ত্রীধন নিয়ে ব'সে আছেন। লাঠির চোটে সব স্ত্রীধন আজ গুঁড়ো ক'রে দেব। দেখি ওর স্ত্রীধন থাকে কোথা?"

দুলালচন্দ্র আবার তোরঙ্গ পেঁটরা ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই অবাক হইল। কেহ কোনও কথা কহিল না।

মানবেন্দ্রকুমার সেই সময়ে একটা ভাঙ্গা ডুগ্‌ডুগি লইয়া বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আপন মনে বাজাইতেছিল এবং "নেবুর পাতার" গানটী গাহিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া তাহার কর্ণ দুইটী মর্দ্দন করিয়া দিয়া ডুগ্‌ডুগিটী কাড়িয়া লইল। ডুগ্‌ডুগিটী শঙ্কর দাসেরই সম্পত্তি। গীত বাদ্যে তাহার খুব একটা আকর্ষণ ছিল। যদিও সে গাহিতেও পারিত না কিংবা বাজাইতেও পারিত না, তথাপি সে রথের হাট হইতে একটা ডুগ্‌ডুগি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। ডুগডুগি ছাড়া তাহার এক জোড়া "মন্দিরা" ছিল। "মন্দিরা জোড়াটী" শঙ্করের তোরঙ্গর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু ডুগ্‌ডুগিটী স্থানাভাব বশতঃ বাহিরেই পড়িয়া থাকিত। কতকটা কালের শাসনে আর কতকটা মানবেন্দ্রকুমার ও দুলালচন্দ্রের সন্তানাদির অত্যাচারে ডুগ্‌ডুগিটী জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই

ডুগ্‌ডুগি শঙ্কর দাস মানবেন্দ্রকুমারের হস্তে দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। বিশেষ যে সময়ে বাটীতে একটা বিষম গোলযোগ চলিতেছে, সে সময়ে মানবেন্দ্রকুমারের "তবলজী" হইবার সাধ হয় কেন—সেই কথা ভাবিয়াই শঙ্কর অধিকতর বিরক্ত হইল। সেই বিরক্তির ফলেই কুমার বাহাদুরের কর্ণমর্দ্দন। কুমার বাহাদুর তাহাতে কিন্তু কোনও আপত্তি করিল না। অবমানিত কুমার বাহাদুর তাহার সুদীর্ঘ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী বিস্তার করিয়া কেবল "শঙ্কর জেঠার" মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। "শঙ্কর জেঠা" ডুগডুগি লইয়া আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

শঙ্কর সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার পর মুহূর্ত্তেই সত্যকিঙ্কর সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মানবেন্দ্রকুমার ভাবিল—আজ তাহার কেবল শাসনের পালা। পলায়ন করিয়া সে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সত্যকিঙ্কর তাহাকে ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কিহে কুমার বাহাদুর তোমার বাবা, কাকা—এঁরা সব কোথায়?"

বালক হাসিয়া বলিল—

"সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছেন। আমি যুদ্ধের গান গাইছিলেম—শঙ্কর জেঠা আমার কাণ ম'লে দিয়ে চ'লে গেল। শঙ্কর জেঠার ডুগ্‌ডুগিটা বাজাচ্ছিলুম—তাই বোধ হয় তা'র রাগ। বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কত বক্‌লে।"

সত্যকিঙ্কর বালকের কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসিটা যে মানবেন্দ্রকুমারের ভাল লাগিল না তাহা বুঝিতে পারিয়া সত্যকিঙ্কর গম্ভীর হইয়া বলিল—

"তাইত ভারী অন্যায় ত। আচ্ছা শঙ্করকে খুব ক'রে ব'কে দেওয়া যা'বে এখন।"

সত্যকিঙ্করের কথায় বালক আনন্দিত হইল। শঙ্কর জেঠাকে যে কেহ শাসন করিতে পারে, এমন বিশ্বাস বালকের ছিল না। কিঙ্কর কাকার, সে শক্তি আছে শুনিয়া বালক আশ্বস্ত হইল।

উৎফুল্ল হইয়া মানবেন্দ্রকুমার আবার "নেবুর পাতার"

গানটী আরম্ভ করিল। সত্যকিঙ্কর তখন বুঝিল, দার্শনিক মানবেন্দ্রকুমারের দ্বারা তাহার আগমন সংবাদ নিতাইচরণকে পাঠান আর সম্ভবপর নহে। সত্যকিঙ্কর স্বয়ং চীৎকার করিয়া নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিল।

তখন তোরঙ্গ পেঁটরা ভাঙ্গা ব্যাপার দুলালচন্দ্রকে বন্ধ করিতে হইল। নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র সত্য-কিঙ্করের আহ্বান শুনিয়াই বহির্বাটীতে আসিয়া পড়িল। দুলালচন্দ্রের ক্রোধবহ্নি তখনও শীতল হয় নাই। তাহা লক্ষ্য করিয়া সত্যকিঙ্কর কহিল—

"ব্যাপার কি হে?"

নিতাইচরণ সমস্ত বৃত্তান্ত সত্যকিঙ্করের সম্মুখে বিবৃত করিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সত্যকিঙ্কর কহিল—

"আমি যে মানা করেছিলেম হে। সে কথা দুলাল বুঝি কাণে তুললে না। যা'ক্ তোমাদের দেনার টাকা আদালতে জমা দেওয়া হ'য়ে গেছে। উৎকণ্ঠার আর কোনও কারণ নেই।"

নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য ভণিতা করিতেছিল। সত্যকিঙ্কর মুখ ফিরাইয়া লইয়া মানবেন্দ্রকুমারের সহিত সদালাপ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। মানবেন্দ্রকুমার কিন্তু তখন অন্দর মহলে জ্যোৎস্নামুখীর সহিত দার্শনিক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সত্যকিঙ্কর ডাকিয়া ডাকিয়া যখন দার্শনিকের দর্শন পাইল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া সে প্রাঙ্গনস্থ কামিনী বৃক্ষ হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল।

দুলালচন্দ্র নিতাইচরণকে কহিল—

"দাদা, সত্যদার কৃপায় ত বংশমর্য্যাদা বাঁচ্ল। এখন বল দেখি, ছোট বৌএর গয়না গুলো গেল কোথা? এত খোঁজা খুঁজি ক'রেও ত সে গুলো পাওয়া গেল না।"

নিতাইচরণ সে কথায় কোনও কথা কহিল না। সত্যকিঙ্কর একটু হাসিল মাত্র। কথায় কথায় সত্যকিঙ্কর, জীবানন্দের সহিত জ্যোৎস্নামুখীর বিবাদের কথা উত্থাপন

করিল। তাহারা সকলে কথা কহিতে কহিতে নিতাই-চরণের বসিবার গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

মানবেন্দ্রকুমার সেই অবসরে ছুটিয়া আসিয়া সত্য কিঙ্করের পরিত্যক্ত পুষ্পগুচ্ছ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল। জ্যোৎস্নামুখীর সহিত দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করিবার সময় সে তাহার দিদির খোঁপা খুলিয়া দিয়াছিল। তাহার জন্য বালক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে। অনুতপ্ত দার্শনিক স্থির করিয়াছে—দিদির কবরীবন্ধন করিয়া দিয়া তাহাতে সে ফুল পরাইয়া দিবে—পারুক—না পারুক, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনীর অলঙ্কারের ব্যাপার লইয়া হালদার বাটীতে একটা গোলযোগ বাধিল।

দুলালচন্দ্রের ভয়ে কাদম্বিনী তাহার অলঙ্কারগুলি নয়নতারার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। সে কথা কিন্তু চাপা রহিল না। নয়নতারা স্বয়ং সে কথা সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। অলঙ্কারের কথা সকলের নিকট বলিলে যে তাহাতে কোনও দোষ ঘটিতে পারে, এমন বিশ্বাস নয়নতারার ছিল না। বরং তাহার বিপরীত ধারণাই নয়নতারার মনে স্থান পাইয়াছিল। সংসারানভিজ্ঞা নয়নতারা ভাবিয়াছিল— সে কথা বলিলে তাহার প্রতি হালদারদের বিশ্বাস যে কতটা আছে, তাহাই প্রকাশ করা হইবে। তাহা ভিন্ন একথা প্রকাশ করিবার আরও একটা গুরুতর কারণ আছে। নয়নতারা স্বয়ং কাদম্বিনীর উপর বিশেষ সন্তুষ্টা

ছিল না। তাহার গহনা রাখিয়া পাছে তাহাকে বা তাহার স্বামীকে কোনও গোলযোগে পড়িতে হয়, তাহা ভাবিয়াই নয়নতারা এ কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কাদম্বিনীর গহনাগুলি যেদিন প্রাতঃকালে নয়নতারার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেইদিনই সে গহনা রাখিতে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহাকে বলা হইল যে বিশেষ কোনও কারণ বশতঃ দুলালচন্দ্রই সে গহনাগুলি তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে, তখন গহনা রাখিতে নয়নতারা আর কোনও আপত্তি করিল না। এ কথা গুপ্ত রাখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুরোধ নয়নতারা রক্ষা করিতে পারে নাই।

দুলালচন্দ্র যখন সকল কথা শুনিল তখন কাদম্বিনীকে তিরস্কার করিবার মাত্রা সে কিছু বাড়াইয়া দিল। নিত্য-কিঙ্করও দুলালচন্দ্রের নিকট অল্প তিরস্কৃত হইল না। অলঙ্কারগুলি দুলালচন্দ্র ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু কাদ-ম্বিনীর তিরস্কারের মাত্রা তাহাতে হ্রাস পাইল না।

সুতরাং কাদম্বিনীর যত ক্রোধ হইল নয়নতারার উপর ; আর নিত্যকিঙ্করও নয়নতারাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

নয়নতারার জ্বালা চারিদিকে। দুলালচন্দ্র, কাদম্বিনী, নিত্যকিঙ্কর সকলেই নয়নতারাকে দোষী করিল—দোষটা যে কি তাহা কেহ বলিতেও পারিল না আর দেখাইতেও পারিল না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে। নয়নতারাকেও সে অত্যাচার সহ্য করিতে হইল! দুলালচন্দ্র অবশ্য নয়নতারার উপর বিশেষ কোনও অত্যাচার করে নাই। কিন্তু নিত্যকিঙ্কর ও কাদম্বিনীর অত্যাচারটা দুলালচন্দ্রের অত্যাচারের সুদ পর্য্যন্ত আদায় করিয়া দিল।

কাদম্বিনী ভাবিয়া স্থির করিল—নয়নতারা যখন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছে, তখন তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। কাদম্বিনী, বিশ্বাস করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি নয়নতারার নিকট গচ্ছিত ধন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিল। নয়নতারা সে গুপ্ত কথা

কি কারণে ব্যক্ত করিয়া কাদম্বিনীকে অপ্রতিভ করিল। কাদম্বিনী ভাবিল—এ ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে। নয়নতারার বিরুদ্ধে অনেক কথাই তাহার পাপ মনে জাগিয়া উঠিল। সে সঙ্কল্প করিল—নয়নতারাকে সে রীতিমত শিক্ষা দিবে, নচেৎ তাহার নাম কাদম্বিনী নহে। প্রতিহিংসা লইবার কার্যে নয়নতারার যদি জীবনের হানিও হয়, তাহাতেও কাদম্বিনী পশ্চাৎপদ হইবে না।

কাদম্বিনী যদিও এ বিষয়ে নিত্যকিঙ্করের সহিত কোনও পরামর্শ করে নাই, তথাপি নিত্যকিঙ্করের সঙ্কল্প প্রায় সেইরূপই হইল। নিত্যকিঙ্কর ভাবিল—নয়নতারার স্পর্দ্ধা বড় বেশী বাড়িয়াছে। যে নয়নতারা কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে জানিত না, সেই নয়নতারা যে এখন স্বামীর অনভিপ্রেত কার্য্য করিতে সাহস করে, তাহারই বা অর্থ কি? নয়নতারার যথেচ্ছাচারিতার জন্যই যে কাদম্বিনীর অলঙ্কারগুলি সে আত্মসাৎ করিতে পারিল না—উপরন্তু তাহাকে লাঞ্ছিত, অবমানিত হইতে হইল—

১৬১

এই চিন্তাই নিত্যকিঙ্করকে পাগল করিয়া তুলিল। নিত্য-কিঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিল নয়নতারাকে এবার বিশেষ করিয়া শাসন করিতে হইবে—তাহাতে নয়নতারা মরে মরুক, নিত্যকিঙ্করের তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। অভাগিনী নয়নতারার—তাহার পিতা মাতা কি দেখিয়া এমন জামাতা করিয়াছিলেন।

এই গোলযোগের মধ্যেও কিন্তু জ্যোৎস্নামুখীর সহিত জীবানন্দের বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল। সত্যকিঙ্কর "উপর পড়া" হইয়াই আপন পুত্রের সহিত জ্যোৎস্নামুখীর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল। তাহার একটা কারণ—বন্ধু নিতাইচরণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করা; আর একটা কারণ পরম রূপবতী ও গুণবতী কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া সংসারে একটা প্রীতির উৎস সৃজন করা। সত্যকিঙ্কর, শৈশবে মাতৃহীন পুত্র জীবানন্দকে প্রাণাধিক ভালবাসিয়া থাকে। জ্যোৎস্নামুখীকে জীবানন্দ যে ভালবাসে, জ্যোৎস্না-মুখীকে লাভ করিলে জীবানন্দ যে পরম সুখী হয়—ইহা সত্যকিঙ্কর বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। পুত্র-বৎসল সত্য-

কিঙ্কর সেই কারণেই জ্যোৎস্নামুখীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিল। নিতাইচরণের তাহাতে আনন্দের আর সীমা রহিল না। এত সহজে কন্যাদায় হইতে মুক্তি পাইলে কাহার আনন্দই বা না হয়!

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। শ্যামাসুন্দরী প্রভৃতিকে আনিবার জন্য কাশীতে লোক ছুটিল। মধ্যে তাঁহাদের কেহই কিন্তু কাশী ছাড়িয়া আসিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—কাশীধাম ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও তাঁহারা আর প্রস্তুত নহেন।

আসল কথা কিন্তু তাহা নহে। জ্যোৎস্নামুখীর বিবাহে আসিতে তাঁহাদের খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিতাইচরণ স্বয়ং তাঁহাদের লইতে আসে নাই বলিয়া তাঁহাদের অত্যন্ত অভিমান হইল। তাহার উপর তাঁহাদের বধূমাতাদ্বয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি কাহিনীর কথা মনে পড়িয়া গেল। আর তাঁহাদের বাটী আসা হইল না। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল—সুতরাং বিবাহ আর বন্ধ রহিল না।

হালদার বাড়ী

এ বিবাহে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। অসন্তুষ্ট হইল কেবল—মানবেন্দ্রকুমার। বিবাহের রাত্রে মানবেন্দ্রকুমার তাহার "দিদির" গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"দিদি, তুইও তা' হ'লে সংসার পাত্‌লি—পর হ'লি ? দুত্তরি সংসার। মার্ খ্যাংরা—বিয়ের মাথায়, আর জুতো সংসারের মাথায়।"

অদ্ভুত স্বভাব মানবেন্দ্রকুমার একখানা পালঙ্কের তলায় শয়ন করিয়া খানিকটা কাঁদিল, খানিকটা হাসিল। তাহার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার "দিদির" বিবাহ দেখা আর হইল না—সে রাত্রে তাহার আহারও জুটিল না। বিলাসবতী দুই একবার "পাগল পুত্রের" কথা দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার "পেটভরে" নাই।

সত্যকিঙ্কর ও জীবানন্দ "কুমার বাহাদুরের" "খোঁজ" লইয়াছিল অনেক। "কুমার বাহাদুর" নিদ্রিত শুনিয়া কেহ আর তাহাকে বিরক্ত করে নাই।

. নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র স্ব স্ব মাতা ও ভগিনীর অনুপস্থিতির জন্য অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়াছিল। মানবেন্দ্রকুমারের কথা তখন আর তাহাদের মনে ছিল না। নিতাইচরণ কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু ভাবিতে লাগিল—সংসারে সুখ কি ?

বিংশ পরিচ্ছেদ

জীবানন্দের সহিত জ্যোৎস্নামুখীর বিবাহ হওয়ায় কাদম্বিনী অধিকতর জ্বলিয়া গেল। কৌশল করিয়া ক্রমে সে দুলালচন্দ্রকেও আপন মতাবলম্বী করাইল।

বিলাসবতীর বুদ্ধি আদৌ ভাল নহে। গর্ব্বিত স্বভাব বা বিলাসবতীর আচার ব্যবহারের গুণেই দুলালচন্দ্র আবার নিতাইচরণের উপর বিরক্ত হইল এবং তাহার প্রতিকূলতাচরণও করিতে লাগিল। এই সূত্রেই কাদম্বিনীর সহিত দুলালচন্দ্রের একটা "আপোষ" হইয়া গেল। তখন কাদম্বিনী বিশদভাবে দুলালচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে বিলাসবতীর পরামর্শেই সে তাহার গহনাগুলি নয়নতারার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, এমন কর্ম্ম সে আর কখনও করিবে না।

নির্ব্বোধ নিতাইচরণ সেই সময়ে বিলাসবতীর পক্ষাবলম্বন করিয়া দুলালচন্দ্র দুই চারিটা কড়া কথা বলিয়া

ফেলিল। আগুণ পূর্ব্বেই জ্বলিয়াছিল এইবার ঘর পুড়িল। সত্যকিঙ্কর সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। বিবাদ মিটাইতে আসিয়া সত্যকিঙ্কর বিবাদের মধ্যে প'ড়য়া গেল। বিলাসবতীর প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির জন্য চির স্ত্রৈণ নিতাইচরণ সত্যকিঙ্করকে তুষ্ট করিতে পারিল না। জীবানন্দও তাহাতে অসন্তুষ্ট হইল। সে একদিন জ্যোৎস্না-মুখীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"জ্যোৎস্না, তুমি কি আর বাপের বাড়ী যেতে চাও?"

জ্যোৎস্না বিমর্ষভাবে কহিল—

"না।"

"কেন জ্যোৎস্না?"

"যা'র মা রাক্ষসী, বাপ—"

"থাক্ জ্যোৎস্না। যে কথা বল্‌তে তোমার প্রাণ ফেটে যা'বে সে কথা শুন্‌তে আমার ইচ্ছা নেই। তবে কথা হ'চ্ছে এই, তোমার বাপের বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক উঠ্‌ল। কেন বুঝ্‌তে পার জ্যোৎস্না?"

"তা' পারি কিনা—ঠিক্ জানিনা। তবে আমিও আর বাপের বাড়ী যা'বার নাম করব না। আমার শ্বশুর বাড়ীর চেয়ে কি আমার বাপের বাড়ী বড় ?"

জীবানন্দ, জ্যোৎস্নামুখীর অধরের উপর অধর রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—স্ত্রী ভাগ্যে লোকের ঐশ্বর্য্যলাভ হয়; কিন্তু স্ত্রী ভাগ্যে তাহার শান্তি রাজ্যলাভ হইয়াছে। এ ভাগ্য কি সকলের হয় ?

কুলনাশিনী বিলাসবতী—ও তাহার অনুগত স্বামী—কন্যা জামাতার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইয়া যদিও কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, তথাপি তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিবোধ করিল না। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা জগতের কাহাকেই বা গ্রাহ্য করে। তবে সে কারণে তাহাদের পরিণামে পরিতাপ অবশ্যম্ভাবি।

দুলালচন্দ্র এখন স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়াছে ; কাদম্বিনীর সহিত বিলাসবতীর কলহ বিবাদ তথাপি বন্ধ হয় না। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ হইতে হইতে বিবাদটা পুরুষে পুরুষেও বাধিয়া গেল। দুলালচন্দ্র, নিতাইচরণের মুখের

উপর বলিল—তাহার শত দোষ থাকিলেও সে "পুরাতন ঘটী চোর" অর্থাৎ "ঘুষখোর নহে। তাহা ভিন্ন সে লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছে, চলে যাইলেও তাহার অন্নাভাব হইবে না—তাহার সহিত কি নিতাইচরণের তুলনা হয়।

নিতাইচরণ আর দুলালচন্দ্রের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না। "মুখের মত" হইলে কে আর কথা কহিতে সাহস করে?

বিলাসবতী কিন্তু তাহাতে পরাজয় স্বীকার করিল না। স্বভাবগুণে সে সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। "পুরাতন ঘটী চোর" উপাধি প্রাপ্ত নিতাইচরণ যে কোনও কারণেই হউক, পত্নীকে কলহ বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। যাহাতে বিলাসবতী তাহার বশ্যতা স্বীকার করে, তাহারও অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জীবনে যে কখনও কাহাকেও মানিয়া চলে নাই, সে আজ এক কথায় শাসনের গণ্ডীর মধ্যে যাইবে কেন?

আত্মবুদ্ধি পরিচালিতা বিলাসবতী আত্মবুদ্ধির গৌরবে বরং অধিকতর ভীষণ ভাবাপন্নই হইয়া পড়িল। নিতাইচরণের তাহাতে অশান্তির আর সীমা রহিল না।

মানবেন্দ্রকুমার এখন বেশ বড় হইয়াছে—তাহার বিচারবুদ্ধিও বাড়িয়াছে। দার্শনিক বিচার করিয়া যখন সে তাহার মাতাকে বলিল—"তোমার জন্যই সংসারটা নষ্ট হইল"—তখন বিলাসবতী তাহাকে উন্মাদ বলিয়া আর ক্ষমা করিল না। নারী কলঙ্ক, মাতৃত্বের মর্য্যাদা-রক্ষায় অযোগ্যা বিলাসবতী শতমুখী প্রহারে সন্তানকে জর্জ্জরীভূত করিয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল। অভিমানদৃপ্ত মানবেন্দ্রকুমার আর সে বাটীতে ফিরিল না। তাহার দুই চক্ষু তাহাকে যে দিকে লইয়া চলিল, সে সেই দিকেই চলিল।

নিরুদ্দিষ্ট মানবেন্দ্রকুমারের জন্য এইবার বিলাস-বতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে এইবার বুঝিল, অহঙ্কার বুদ্ধিতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনুতাপানলে—স্মৃতির

জ্বালায় সে জ্বলিতে লাগিল। পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত এতদিনে আরম্ভ হইল। অনুতপ্তার উদ্দেশ্যের আকুল আহ্বানেও মানবেন্দ্রকুমার আর ফিরিল না। অনেক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল—বেচারা মানবেন্দ্রকুমার একটা "আড়্‌কাটির" হস্তে পড়িয়া কোন্ এক চা-বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। সে সংবাদ শুনিয়া বিলাসবতী মাথা কুটিয়া মাথা ফুলাইয়া ফেলিল, নিতাইচরণ শিরে করাঘাত করিল, দুলালচন্দ্র ও কাদম্বিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, জ্যোৎস্নামুখী কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল, জীবানন্দ সত্যকিঙ্কর প্রভৃতি অনেক দুঃখ করিল; কিন্তু তাহাতে বালক চা-বাগান হইতে ফিরিয়া আসিল না। মানবেন্দ্র-কুমারের অদর্শনে সকলেই ব্যথিত হইল—সকলের নেত্র-কোণেই অশ্রুকণা লাগিয়া রহিল। বিলাসবতী ও নিতাইচরণ পুত্র হারাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ—বিলাসবতী; তাহার অত্যাচারেই যে মানবেন্দ্র-কুমার গৃহত্যাগ করিয়াছে সে কথা সে ভুলিবে কেমন করিয়া?

নিত্যকিঙ্কর এখন রোগ শয্যায়—সুরাপানে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয়, প্রায় সমস্ত রোগগুলিই তাহার শরীর মন্দির অধিকার করিয়াছে। তাহার উপর তাহার অনুতাপের জ্বালা আছে। তাহার রোগ শয্যা কণ্টক শয্যায় পরিণত হইল। নয়নতারা নিদ্রা ভুলিয়া স্বামীর রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সত্য-কিঙ্কর সুচিকিৎসক আনিল, চিকিৎসা ও সেবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একটা বৃহস্পতিবারের বার বেলায় নিত্যকিঙ্কর সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শবদেহ উঠাইতে গিয়া সত্যকিঙ্কর, জীবানন্দ, নিতাইচরণ, দুলালচন্দ্র প্রভৃতি দেখিল—নয়ন-তারাও লোকান্তরিতা হইয়াছে।

সাধ্বী সতী ইহ জীবনে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, স্বামীর অনুরাগিনী হইয়া পরলোকে নয়নতারা কি অবস্থায় এখন অবস্থান করিতেছে, কে তাহা বলিয়া দিবে? তবে সতীধর্ম্ম পালনে স্বর্গবাসে যদি অধিকার জন্মে, সে অধিকারে যে নয়নতারার

সত্ত্ব জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া নিতাইচরণ ও দুলালচন্দ্র কাশীধামে না যাইয়া আর থাকিতে পারিল না। শ্যামাসুন্দরী, সত্যবতী ও বিন্দুমতী সমস্ত ঘটনা শ্রবণান্তর অনেক কাঁদিলেন। আবার তাঁহাদের ক্ষীর পুকুর গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইল—আবার তাঁহাদের নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া দিতে হইল। বিলাসবতী ও কাদম্বিনী অতীতের সমস্ত কথা ভুলিয়া যাইয়া আবার সেই সংসারে দাসীর মত খাটিতে শিখিল। এ শিক্ষা তাহাদের নূতন শিক্ষা। ভগবানের শাসনে তাহাদের সে শিক্ষা লাভ হইয়াছে। কাদম্বিনীও একটা প্রবল শোক পাইয়াছিল—সে শোক তাহার ভ্রাতৃশোক। কাদম্বিনী তাহার ভ্রাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কাদম্বিনী ভগবানের শাসন বাক্য মানিল। কাদম্বিনীর জীবনে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

জীবানন্দ ও জ্যোৎস্নামুখীকেও আবার "সেই বাটীতে" আসিতে হইল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা তাহারা আর রক্ষা করিতে পারিল না। সত্যকিঙ্কর স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া যখন শ্যামাসুন্দরী ও সত্যবতীকে প্রণাম করিল, তখন শ্যামাসুন্দরী সত্যকিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সতু, তুমি, জীবু জোসী সকলেই নাকি এ ঝগড়ার মধ্যে ছিলে ?"

সত্যকিঙ্কর হাসিতে হাসিতে কহিলেন—

"হাঁ মা তোমরাও ত ঝগড়ার জ্বালায় কাশী-বাসিনী হ'য়েছিলে !"

সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে সকলের মুখে আবার হাসি ফুটিল। সে হাসি জীবনান্ত কাল রহিয়া গেল। সে হাসি আর ম্লান হইল না।

বহুকাল পরে হালদার বাটীর পূজামণ্ডপে একটী অদ্ভুত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসি

দার্শনিক বিচার শুনিয়া বিলাসবতী অন্দর হইতে বহির্বাটীতে ছুটিয়া আসিল। ছুটিয়া আসিয়াই বিলাসবতী, সন্ন্যাসীর মস্তক চুম্বন করিয়া কহিল-

"আর তোকে কখনও কিছু বলব না। আয় আমার বুকের ধন বুকে আয়।"

সন্ন্যাসী আর কেহই নহে মানবেন্দ্রকুমার। চা বাগান হইতে পলাইয়া আসিয়া সে এক সন্ন্যাসী গুরুর মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিল। গুরুর আদেশে শিষ্য—জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়াছে। সকলেই সন্ন্যাসীকে গৃহবাসী হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অনেক সাধ্যসাধনায় সন্ন্যাসী সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাল রহিল মাত্র। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল, সন্ন্যাসী আর সে স্থানে নাই। সন্ন্যাসী যেখানে বসিয়াছিল, সেই খানে কেবল রক্তচন্দনের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "সাবধান"—

সন্ন্যাসীর সে ইঙ্গীত গৃহস্থ বুঝিল। আশা করা যায়—অনেক গৃহস্থই সন্ন্যাসীর ইঙ্গীত বুঝিবে এবং

হালদার বা'

সংসার যাহাতে সুখের হয়, সংসারে যাহাতে শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সংসার দর্পণে যাহাতে হাসিমুখের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে, সে বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টার ক্রটী হইবে না।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

যুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালা-দেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে ; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লীসমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎ-প্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্প-গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজের' স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই সিরিজের—

প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন

২। ধর্ম্মপাল (২য় সং)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

৩। পল্লী-সমাজ (তৃতীয় সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। কাঞ্চনমালা (ছাপা নাই)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল

চিত্রালি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্

দূর্ব্বাদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

শাশ্বত ভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
এম্ এ, পি, আর, এস

বড়বাড়ী—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীজলধর সেন

অরক্ষণীয়া—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

বেগম সমরু—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মধুপর্ক—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা